মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ:

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৬টি	০৬টি	-	-	৩টি	০৬টি	২০০%	৩টি	৩.২৮%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৬টি।**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:**

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি”	৩৪৭১.৩৫	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
২.		‘‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)”	৬৭৮৪.১০	০১ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
৩.		“Teaching quality improvement-2 in secondary education (1st revised)”	৪৫২৬৫.৫৭	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
৪.		“ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন (৩য় সংশোধিত)”	২১০৯৮.২৪	জুলাই. ২০১০ হতে জুন, ২০১৯
৫.		“সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, সখীপুর, টাংগাইল (২য় সংশোধিত)”	২৩৪২.৪২	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮
৬.		এনহ্যান্সিং দি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদরাসাজ ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)	৯৬৮৯.৮৮	এপ্রিল. ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় "কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ" ভবনটি প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০ তলা ভিতে ০৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ভবনটি মূল ভিত্তি (ঋড়ঁহফধঃরড়হ) অনুসারে অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান/ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা; ১.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার পাশাপাশি উল্লিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর (Effective) ব্যবহার নিশ্চিত না করা; এবং ১.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি।	(১.১) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় "কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ" ভবনটি প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০ তলা ভিতে ০৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ভবনটি মূল ভিত্তি (ঋড়ঁহফধঃরড়হ) অনুসারে অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান/ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (১.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার পাশাপাশি উল্লিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর (উভভবপঃরাব) ব্যবহার নিশ্চিত করা; (১.৩) প্রকল্পের পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে মোট ০৪ (চার) জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারা একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা; (১.৪) উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; (১.৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং (১.৬) অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করা।
২.	২.১ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে গৃহীত "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য ''ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে, সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চত না করা;	(২.১) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে গৃহীত "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য ''ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে, সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চত করা;

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	২.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বর্ধিত অংশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন না করা; এবং ২.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ না করা।	(২.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বর্ধিত অংশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করে মসজিদটিকে পুরোপুরিভাবে ফাংশনার করে তোলার লক্ষ্যে বিদেশী সংস্থার প্রতিশ্রুত অর্থায়ন দ্রুত নিশ্চিত করা অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রকল্পের আওতায় তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা; (২.৩) আলোচ্য প্রকল্পটি কোনরকম ব্যয় বৃদ্ধি (ঈড়ঃং ঙাবৎৎঁহ) এবং সময় বৃদ্ধি (Time Overrun) ছাড়াই প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে যা অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ইতিবাচক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; (২.৪) উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; (২.৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং (২.৬) অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।
৩.	৩.১ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানের মানন্নোয়ন ঘটেছে কিনা তা যাচাই করা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের বিস্তারিত তথ্যচিত্র যথাযথ সংরক্ষণ না করা; ৩.২ নেত্রকোনা জেলায় আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে; ৩.৩ দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থিরকৃত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর জন্য কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা, প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (এঃরসরহম) না হওয়া এবং পিসিআর মোতাবেক পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ৩.৪ কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সটিতে দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি	৩.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দানের মানন্নোয়ন উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানের মানন্নোয়ন ঘটেছে কিনা তা যাচাই করা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের বিস্তারিত তথ্যচিত্র যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.২ নেত্রকোনা জেলায় আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.৩ দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থিরকৃত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর জন্য কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা, প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (এঃরসরহম) না হওয়া এবং পিসিআর মোতাবেক পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সুনির্দিষ্ট তথ্যভান্ডার এর ভিত্তিতে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে যাতে কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতা বহির্ভুত না থাকে

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে। ৩.৫ প্রকল্প হতে ই-ল্যাবে প্রদত্ত বড় মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার থাকার অজুহাতে সচল প্রিন্টার স্টোররুমে সংরক্ষণ করে রাখায়ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি (বড় মনিটর, প্রজেক্টর, র‍্যাক সার্ভার, ফটোকপিয়ার) ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তরণ (ফরংংবসরহধঃরড়হ) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কেননা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এসকল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। ৩.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। ৩.৭ অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (ষরয়ঁরফধঃবফ ফধসধমব) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিলসহ অবশিষ্ট ১২টি অডিট আপত্তি রয়েছে।	এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত ব্যচসংখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একাধিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না। একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৩.৪ কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সটিতে দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.৫ প্রকল্প হতে ই-ল্যাবে প্রদত্ত বড় মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার থাকার অজুহাতে সচল প্রিন্টার স্টোররুমে সংরক্ষণ করে রাখায়ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি (বড় মনিটর, প্রজেক্টর, র‍্যাক সার্ভার, ফটোকপিয়ার) ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তরণ (ফরংংবসরহধঃরড়হ) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কেননা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এসকল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হলে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে। তাই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ শুধু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; ৩.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে। ৩.৭ অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (ষরয়ঁরফধঃবফ ফধসধমব) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিলসহ অবশিষ্ট ১২টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; ৩.৮ উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পে পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নিয়মাবলি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ থাকবে না সেসব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে না। ৩.৯ উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
৪.	৪.১ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০৩	৪.১ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০৩ (তিন) বার

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	(তিন) বার সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০২ (দুই) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৬০ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ৪.২ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড এবং কিছু কিছু কম্পিউটার অচল দেখা গেছে। এছাড়া, ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না । ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত লিফট্সমূহের প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের সামনে নীচু থাকায় বর্ষা মৌষুমে বৃষ্টি পানি লিফটের ভিতরে প্রবেশ করে। দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লিফট্ অকেজো অবস্থায় দেখা যায়। ৪.৪ পরিদর্শিত ঢাকা উদ্যান মহাবিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস্ ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। ৪.৫ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হচ্ছে। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে জেনারেটর সমূহের ক্ষতি হতে পারে। ৪.৬ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর (আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট) জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৪.৭ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের ঝঃধৎঃরহম জড়ড়ভ এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ছাঁদের ভিতরে জমে এবং তা ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে। ৪.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি। ৪.৯ পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়েরেজ লাইন নেই। ৪.১০ প্রকল্পটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এ	সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০২ (দুই) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৬০ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বাস্তব ভিত্তিক নিরূপণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে ; ৪.২ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড এবং কিছু কিছু কম্পিউটার অচল দেখা গেছে। এছাড়া, ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না । পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত লিফট্সমূহের প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের সামনে নীচু থাকায় বর্ষা মৌষুমে বৃষ্টি পানি লিফটের ভিতরে প্রবেশ করে। দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লিফট্ অকেজো অবস্থায় দেখা যায়। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সমস্যা থাকলে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৪ পরিদর্শিত ঢাকা উদ্যান মহাবিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস্ ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এ ধরণের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৫ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হচ্ছে। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে জেনারেটর সমূহের ক্ষতি হতে পারে। জরুরী ভিত্তিতে জেনারেটরসমূহের নিরাপত্তার জন্য পৃথক রুম নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৬ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর (আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট) জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৭ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের ঝঃধৎঃরহম জড়ড়ভ এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ছাঁদের ভিতরে জমে এবং তা ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এ সমস্যা নিরসনে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	পর্যন্ত (পরিদর্শনের তারিখ) পূর্ণ মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯) অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি।	৪.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি দু'টির মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ করতে হবে; ৪.৯ পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়েরেজ লাইন নেই (বর্তমান সাব-মারসিবল পাম্প দ্বারা পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে) সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্যুয়েরেজ লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে; ৪.১০ প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত (পরিদর্শনের তারিখ) পূর্ণ মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯) অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। তাই প্রকল্প শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ; এবং ৪.১১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলেজ/ বিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি রাজস্ব খাত হতে থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
৫.	৫.১) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ না করা; ৫.২) কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোতে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো সংস্কারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করা; ৫.৩) নির্মিত হোস্টেল ভবনে গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়া; ৫.৪) প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকালীন সময়ের বছরভিত্তিক (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা;	৫.১) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে ; ৫.২) প্রকল্প সমাপ্তির (ডিসেম্বর, ২০১৮) ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (চঈজ) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৬ (ছয়) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে চঈজ প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৫.৩) কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোতে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো সংস্কারে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে; ৫.৪) নির্মিত হোস্টেল ভবনে গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন; ৫.৫) প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকালীন সময়ের বছরভিত্তিক (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পাশাপাশি অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অডিট সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে ; ৫.৬) ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের (চঈজ) যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং ৫.৭) উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬.	৬.১) প্রকল্প বাস্তবায়নে ঞরসব ঙাবৎ জঁহ হয়েছে ১০০%। ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তরিকতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;	৬.১) প্রকল্প বাস্তবায়নে ঞরসব ঙাবৎ জঁহ হয়েছে ১০০%। ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তরিকতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	৬.২) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পে সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ না করা; ৬.৩) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যানবাহন দুটি পরিবহন পুলে জমা প্রদান না দেয়া; ৬.৪) ঋঅচঅউ কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা; ৬.৫) প্রকল্পের ক্রয়কৃত আসবাবপত্র রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্মিত ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার না করা; এবং ৬.৭) মাদ্রাসার মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ না করা অন্যথায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা র‍্যাম্পের সুবিধা গ্রহণ না করা;	৬.২) প্রকল্প সমাপ্তির (মার্চ, ২০১৯) ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (চঈজ) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৩ (তিন) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে চঈজ প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৬.৩) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পে সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে; ৬.৪) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যানবাহন দুটি পরিবহন পুলে জমা প্রদানপূর্বক তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো; ৬.৫) ঋঅচঅউ কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ৬.৬) প্রকল্পের ক্রয়কৃত আসবাবপত্র রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্মিত ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করতে হবে; ৬.৭) মাদ্রাসার মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন ,অন্যথায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা র‍্যাম্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না; এবং ৬.৮) প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সার্ভে করে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, হাওড় এলাকা, চরাঞ্চল, বণ্যাপ্রবন এলাকা, প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মাদ্রাসাগুলোকে প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের একটি ইতিবাচক দিক। ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এবিষয়টি বিবেচনা করলে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

১.০। প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি।

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সালনা, গাজীপুর।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪৭৪.০০	-	৩৪৭১.৩৫	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯	-	১৮ মাস (৬০%)

৬.০। **পটভূমি:**

বাংলাদেশের একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি। উৎপাদনের অপ্রতুলতা এবং সম্ভাবনার পুরোপুরি ব্যবহার না করার কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আয় গড় আয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রেক্ষিতে কৃষি খাতে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের কৃষি খাতে গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ এবং কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি খাতের অধিকতর উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ধরণের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশে উচ্চ স্তরে কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উচ্চ স্তরে কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে গুনগত মান সম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে সালনা, গাজীপুর এ "বাংলাদেশ কলেজ অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স (বিসিএএস)" প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিকভাবে উক্ত কলেজের অবকাঠামো গড়ে উঠে। কলেজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কেবলমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্ত "Institute of Post Graduate Studies in Agriculture (IPSA)" এ রুপান্তর করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ সরকার, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিপাক্ষিক আর্থিক অনুদানে সর্বপ্রথম IPSA প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। শিক্ষার গুনগত মান ও সার্বিক পরিবেশ বিবেচনায় IPSA এর শিক্ষা কার্যক্রম স্নাতক পর্যায়ে বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৭ আগস্ট ১৯৯৭ সালে IPSA এর "বোর্ড অব রিজেন্টস্" এর ৩০তম সভায় খসড়া "Bangabandhu University of Post Graduate Education in Agriculture" এর খসড়া প্রস্তাবিত আইন অনুমোদিত হয়। উক্ত আইন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০২/০২/১৯৯৮ সালে মন্ত্রিপরিষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে "Bangabandhu Agriculture University" নির্ধারণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

পরবর্তীতে ২৩/০৩/১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University" নামে প্রস্তাবিত আইন অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University Act 1998" (Act No. 16, 1998) পাশ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২২/১১/১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার আইনের ১নং ধারার উপধারা (২) মোতাবেক গেজেট নোটিফিকেশন জারী করে।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর অনেক প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম, একাডেমিক কার্যক্রম ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো গাড় তোলা হয়নি। Institute of Post Graduate Studies in Agriculture (IPSA) হতে "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University" এ রুপান্তরের শুরুতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২৫০ জন ছাত্র ছাত্রী, ০১টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ভবন, ৪১ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং ১৭৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারী ছিল। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনটি স্নাতক পর্যায়ের ফ্যাকাল্টি চালু করায় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২০ জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩১৮ জন এ যার মধ্যে ফ্যাকাল্টি সদস্য ৮৫ জন। ফলশ্রুতিতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তিনগুন এবং কর্মককর্তা কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক, আবাসিক ও গবেষণা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। তাছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কৃষির অবদানের প্রেক্ষিতে গুনগত মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ সেবার মাধ্যমে দেশের টেকসই কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টি ভবনের সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে ৫ (পাঁচ)টি বিভাগঃ (১) কৃষি অর্থনীতি বিভাগ; (২) এগ্রিবিজনেস বিভাগ; (৩) এগ্রিকালচার ফাইনান্স ও কো-অপারেটিভ বিভাগ; (৪) পরিসংখ্যান বিভাগ; এবং (৫) মাইক্রোক্রেডিট ও রুরাল ডেভলাপমেন্ট বিভাগ নিয়ে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ফ্যাকাল্টি কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনার বাইরে বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন ফ্যাকাল্টিতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অনুষদের আওতায় ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান নেই। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশাসনিক, একাডেমিক, আবাসিক, লাইব্রেরী ইত্যাদি অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় দেখা দেয়। পূর্ববর্তী সময়ে গড়ে তোলা অসমাপ্ত অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় মোট ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাচাই বাছাইকৃত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪.৭৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করে জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১২/০৫/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সে মোতাবেক প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী টেকসই কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ফ্যাকাল্টি'র সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরী ও অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টি করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টি ভবনের সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে ৫ (পাঁচ)টি বিভাগঃ (১) কৃষি অর্থনীতি বিভাগ; (২) এগ্রিবিজনেস বিভাগ; (৩) এগ্রিকালচার ফাইনান্স ও কো-অপারেটিভ বিভাগ; (৪) পরিসংখ্যান বিভাগ; এবং (৫) মাইক্রোক্রেডিট ও রুরাল ডেভলাপমেন্ট বিভাগ নিয়ে কৃষি

অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ফ্যাকাল্টি কার্যক্রম শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরুপঃ

- ১৯৯৮ সালের ১৬ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়নে গুনগত মানসম্পন্ন প্রযোজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ফ্যাকাল্টির জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ভবনসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান হল/ডরমেটরীসমূহের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং নতুন নির্মাণ কাজের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরী করা;
- নতুন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন কাজ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদে ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও লজিস্টিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য এবং ছাত্র ছাত্রী ও ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের গুনগত মান সম্পন্ন গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় করা;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও নতুন ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নতুন অফিস, ক্লাসরুম, আবাসিক হল ও ল্যাবরেটরীর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা; এবং
- জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিগুন পরিমানে গুনগত মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট পারসোন্যাল তৈরী করা।

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	১৬.০০	১০০%	১৬.০০
০২.	ল্যাবরেটরী ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১৫২টি	১৮৪.০০	১০০%	১৮৩.৩৫
০৩.	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৪৯১৪টি	৩৭০.০০	১০০%	৩৬৯.৮৪
০৪.	ভূমি উন্নয়ন	ব:মি:	৫০০০ ব:মি:	৩৩.০০	১০০%	৩২.৯৫
০৫.	অডিটরিয়াম-১ এর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ	ব:মি:	১৯০ ব:মি:	৩৯.০০	১০০%	৩৮.৯৯
০৬.	ওয়ার্কশপ ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ	ব:মি:	২৯০ ব:মি:	৬০.০০	১০০%	৫৯.৭০
০৭.	শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ হলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ	ব:মি:	২৯৩৯.৪২ ব:মি:	৬৬০.০০	১০০%	৬৫৯.৯২
০৮.	১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবন নির্মাণ	ব:মি:	৪১০৯ ব:মি:	১৭৩৯.০০	১০০%	১৭৩৯.০০
০৯.	এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ	ব:মি:	১১১৬ ব:মি:	২১৬.০০	১০০%	২১৫.৮৭
১০.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ (AERD) অনুষদ ভবনের জন্য	ব:মি:	১২০০ ব:মি:	৩০.০০	১০০%	২৯.৯৮
১১.	পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	ব:মি:	১৩১২.৭৫	১২৭.০০	১০০%	১২৫.৭৫

	(মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে)		ব:মি:			
	সর্বমোট=		**১০০%**	**৩৪৭৪.০০**	১০০%	**৩৪৭১.৩৫**

৮.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রাপ্ত পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে যা আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, নির্ধারিত ভবনের ভৌত কাজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র সরবরাহ, ছাত্র ছাত্রী হল নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ এবং পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে) ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর আলোকে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে প্রত্যেকটি আইটেমের বিপরীতে পিসিআর এ প্রায় শতভাগ (৯৯.৯২%) ব্যয় দেখানো হয়েছে। ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন এবং বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ খাতে অব্যয়িত ২.১৫ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩৪৭১.৩৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%)। পিসিআর এ বাস্তব কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন নির্ভর করে। এছাড়া, আপাতঃদৃষ্টিতে ভৌত কাজ, আসবাবপত্র ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কাজ শতভাগ সম্পন্ন করা হলেও কাজের গুণাগুন ও উপযোগীতা লাভের বিবেচনায় তা শতভাগ অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত নির্ধারিত পরিমাণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে অবহিত করা হলেও বিভিন্ন অবকাঠামোর অসম্পন্ন (মূল ভিত অনুসারে) কাজসহ ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়ন/রাজস্ব বাজেটের সংস্থান করা যেতে পারে অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান/নতুন গৃহীত প্রকল্পের আওতায় তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

৯.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৯.১ **অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১২/০৫/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১৮ (আঠারো) মাস বৃদ্ধি করা হয় মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির পরিমান (Cost Overrun) শুণ্য এবং সময় বৃদ্ধির পরিমাণ (Time Overrun) ১৮ মাস (৬০%) ।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে ল্যাবরেটরী ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, অডিটরিয়াম-১ এর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ, ওয়ার্কশপ ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ, শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ হলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ, ১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবন নির্মাণ, এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ, AERD অনুষদ ভবনের জন্য অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ এবং পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে) ইত্যাদি।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মূল পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান প্রফেসর ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	০৪.০৪.২০১৫	০৩.০৪.২০১৬	**অতিরিক্ত দায়িত্ব ও একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে**

২।	প্রফেসর ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন প্রফেসর ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	১৭.০৪.২০১৬	২৯.১২.২০১৬	**অতিরিক্ত দায়িত্ব ও একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে**
৩।	প্রফেসর ড. আবু সাদেক মোঃ সেলিম প্রফেসর ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	০৪.০১.২০১৭	৩০.০৯.২০১৭	**অতিরিক্ত দায়িত্ব ও একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে**
৪।	প্রফেসর তোফায়েল আহামেদ প্রফেসর ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	০১.১০.২০১৭	৩০.০৬.২০১৯	**অতিরিক্ত দায়িত্ব ও একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ২০/০৩/২০২০ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সাবেক পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ:

১০.১ শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ হলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ:

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ হলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ৬৫৯.৯২ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি'র সম্প্রসারিত অংশের নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী সুবিধাভোগীগণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক আবাসিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্রঃ ১-শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ হলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ।

১০.২ ১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবন নির্মাণ:

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবন নির্মাণ কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ১৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবনের নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং

প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী সুবিধাভোগীগণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকগণ কর্তৃক একাডেমিক কার্যক্রমে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্রঃ২- ১০ তলা ভিতের উপর ৪ তলা নতুন (AERD) অনুষদ ভবন নির্মাণ।

১০.৩ এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ:

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ২১৫.৮৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৪%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ অংশের নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী সুবিধাভোগীগণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকগণ কর্তৃক একাডেমিক কার্যক্রমে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত ভবনটি নির্ধারিত লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত প্রয়োজন মোতাবেক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



চিত্রঃ ৩-এম এস এবং পিএইচডি ভবনের সম্প্রসারণ।

১০.৭ **পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে):**

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৭.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ১২৫.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.০২%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক নির্ধারিত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে) কাজটি প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে জানা গেছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উক্ত পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে) কাজটি নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



চিত্রঃ ৬-পেভমেন্ট ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মনুমেন্ট অডিটরিয়ামের সম্মুখে)।

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সময় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান, বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৩৪৭১.৩৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৫-২০১৬	৫০০.০০	প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে বাস্তবায়িত হয়েছে।	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২০১৬-২০১৭	২২০০.০০		২২০০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০
২০১৭-২০১৮	৭৭৪.০০		১৯৩.৫০	১৯৩.৫০	১৯৩.৫০
২০১৮-২০১৯	-		৫৮০.০০	৫৮০.০০	৫৭৭.৮৫
মোট	৩৪৭৪.০০		৩৪৭৩.৫০	৩৪৭৩.৫০	৩৪৭১.৩৫

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে হল নির্মাণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ এবং গুনগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সুবিধা তৈরীর লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক/ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, সেমিনার, একাডেমিক এবং গবেষণা ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সমস্যা নিরসনে সীমিত পরিসরে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা সম্ভব হয়েছে যা পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে প্রকল্পটি অনুমোদিত ডিপিপি'র মাধ্যমে সংস্থানকৃত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে, ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ইনভেন্টরী সংরক্ষণ, কাজের গুনগত মান বজায় রাখা এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো, সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় মনিটরিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় হতে ০৪ (চার) মাস বিলম্বে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিসিআর এর অংশ (A) এর ক্রমিক নং-২ ও ৭,

অংশ (B) এর ক্রমিক নং-২, অংশ (F) এর ক্রমিক নং-১ ও ২.১, এবং অংশ (G) এর ক্রমিক নং-৪.১, ৪.৪, ৪.৫, ৪.৬, ৪.৮, ৪.৯, ৪.১০, ৪.১৪ এবং ৪.১৯ এ যথাযথভাবে তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়নি। উল্লেখ্য, প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, পিসিআর এ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত ত্রুটি থাকলেও প্রত্যেকটি আইটেমের বিপরীতে অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় এবং চুক্তিমূল্য অনুসারে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর দাখিল না করার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, তারা সঠিক সময়ে পিসিআর দাখিল করলেও যথাযথ মাধ্যমে তা নির্ধারিত সময়ে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি যার প্রমাণক পরিদর্শনকালে সরবরাহ করা হয়েছে (সংস্থা কর্তৃক ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে পিসিআর স্বাক্ষর করা হয়েছে)। প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর পর কোন লেনদেন এর বিষয়ে উল্লেখ নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৫.০। **প্রকল্পের প্রভাব:**

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) ছাত্র ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তারা প্রত্যাশিত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে মর্মে জানা গেছে; (খ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহের ফলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির বিষয়ে সমসাময়িক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে; (গ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা এবং অধ্যয়নে সহযোগিতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বোপরি, প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ জানান যে, আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় যার মধ্যে কৃষি বিষয়ক গবেষণাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভাগগুলোর উপর উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা স্তর উন্নত করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক একাডেমিক কার্যক্রম আরো বেশি মানসম্পন্ন হবে। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলেও তারা পরিদর্শনকালে অবহিত করেন।

১৬। **সুপারিশ:**

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় "কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ" ভবনটি প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০ তলা ভিতে ০৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ভবনটি মূল ভিত্তি (Foundation) অনুসারে অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান/ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার পাশাপাশি উল্লিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর (Effective) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১৬.৩ প্রকল্পের পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে মোট ০৪ (চার) জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারা একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা;

১৬.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা;

১৬.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

১৬.৬ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(জুন, ২০১৯)

১.০। প্রকল্পের নাম: **ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।**

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর, কুষ্টিয়া।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭০৫৮.০০	-	৬৭৮৪.১০	০১ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯	-	০১ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯	-	-

৬.০। **পটভূমি:**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে প্রথমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সংসদে পাশকৃত "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০" আইনের মাধ্যমে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থানে কিছু ভবন নির্মাণের পর সরকারি সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর থেকে গাজীপুর এ স্থানান্তরপূর্বক ১৯৮৬ সালে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯০ সালে পুনরায় সরকারি সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ক্যাম্পাস এলাকা কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নির্মাণের স্থান পরিবর্তনের কারণে প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩য়, ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনার আওতায় এবং উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার সংযোগ স্থলে ১৭৫ একর জমির ওপর স্থাপিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৫ (পাঁচ)টি অনুষদের (1. Faculty of Theology and Islamic Studies, 2. Faculty of Humanity and Social Science, 3. Faculty of Law and Shariah, 4. Faculty of Business Administration, and 5. Faculty of Applied Science and Technology) আওতায় ২২টি বিভাগে ১০,৮৪২ জন ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫৩জন শিক্ষক শিক্ষিকা, ২১১ জন কর্মকর্তা ও ৫১৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মাত্র ০২ (দুই)টি প্রশাসনিক ভবন, ০৪ (চার)টি একাডেমিক ভবন, ০৪ (চার)টি ছাত্র হল ও ০২ (দুই)টি ছাত্রী হল বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান ০৪(চার)টি ছাত্র হলে মোট ১৭৬৫টি আসন এবং ০২(দুই)টি ছাত্রী হলে মাত্র ৮৩৮টি আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। হলগুলোর বিদ্যমান আসন সংখ্যা ছাত্রী ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা চাহিদার মাত্র ২৪%। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসনের জন্য মোট ১২৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে। ভৌত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আওতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোট ৭০৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় ছাত্র ছাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশে ইসলামী শিক্ষার সবোর্চ্চ বিদ্যাপীঠ। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১৬২০ জন এবং আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে ২০১৮ সালের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ১৭ থেকে ২০টি নতুন বিভাগ খোলার পরিকল্পান রয়েছে। পরিকল্পিত বিভাগগুলো খোলা হলে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন ভর্তিকৃত ১২০০ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প, আইডিবি'র সহায়তায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যারয়ের অধিকতর উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবকাঠামোগত সুবিধা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুনগত মানের উন্নয়ন স্কীমের আওতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশে আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত পরিসরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সীমিত বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে একাডেমিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বিশ্বদ্যিালয়ের তৎকালীন সময়ে মোট ৩৫.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ সময়ে সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নতুন কোন উন্নয়ন প্রকল্প ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অবস্থা ও পরিকল্পনা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে "Further Development of Islamic University (Phase-II)" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর গত ০৩.০৭.২০১৩ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সীমিত পরিসরের ভৌত অবকাঠামোর সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একাডেমিক ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে হল নির্মাণ করা;
- চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান মেডিক্যাল সেন্টার ভবনের সম্প্রসারণ;
- ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রার্থনার সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় মসজিদের আংশিক সম্প্রসারণ;
- অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন নির্মাণ করা, কেমিক্যাল ও গ্লাসওয়্যার ক্রয় করা; এবং
- বিদ্যমান একাডেমিক ও আবাসিক ও অফিস ভবনসমূহের মেরামত ও ভবনের সংস্কার করা।

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য আনসিন কস্ট	থোক	থোক	৫০.০০	১০০%	৫০.০০
০২.	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	বঃমিঃ	২৮৭৫৭ বঃমিঃ	২৪৭.০০	১০০%	২৪৩.৩১
০৩.	ল্যাব ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	২২৪৭টি	১৬২.০০	১০০%	১৬২.০০
০৪.	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	২০২ টি	৪৪.০০	১০০%	৪৪.০০
০৫.	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩৯৯৮ টি	২৪২.০০	১০০%	২৪১.৮৫
০৬.	ভূমি উন্নয়ন	ঘ:মি:	১২৮০০ ঘ:মি:	৪৭.০০	১০০%	৩৬.২১
০৭.	ছাত্র হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	ব:মি:	৪১৮২ ব:মি:	১৩৭১.০০	১০০%	১৩৭১.০০
০৮.	শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	ব:মি:	৩৭০০ ব:মি:	১০৩১.০০	১০০%	৯৯০.৪২
০৯.	১০ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	ব:মি:	১০০০ ব:মি:	৩৬৭.০০	১০০%	৩৩৯.২৭
১০.	৫ তলা প্রভোস্ট/ হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)	ব:মি:	১০০০ ব:মি:	৩৫০.০০	১০০%	৩০৫.৪৫
১১.	অতিথি ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য়, ৩য় ও ৪র্থ)	ব:মি:	৭৪০ ব:মি:	১৬৮.০০	১০০%	১৬৬.৯৭
১২.	৫ তলা ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা)	ব:মি:	৫৩৭০ ব:মি:	১৬৫৮.০০	১০০%	১৬১১.২৪
১৩.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	ব:মি:	৪০১২ ব:মি:	৯১.০০	১০০%	৯০.৩৮
১৪.	বহিঃপানি সরবরাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি	রা:মি:	১০৯০ রা:মি:	১৪৬.০০	১০০%	১৩০.১৬
১৫.	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন-১টি	কেভিএ	৫০০ কেভিএ	৩৮০.০০	১০০%	৩৪১.৯২
১৬.	কেন্দ্রীয় মসজিদ উর্ধ্বমূখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণ (৪ তলা)	ব:মি:	১২০০ ব:মি:	৫১৮.০০	১০০%	৪৯৭.৯২
১৭.	মেডিকেল সেন্টারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	ব:মি:	৭৫৭ ব:মি:	১৮৬.০০	১০০%	১৬২.০০
	সর্বমোট=		**১০০%**	**৭০৫৮.০০**	১০০%	৬৭৮৪.১০

৮.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রাপ্ত পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে যা আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, নির্ধারিত ভবনের ভৌত কাজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র সরবরাহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ছাত্র ও ছাত্রী হল নির্মাণ, শিক্ষক ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার নির্মাণ, গেস্ট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মেডিক্যাল

সেন্টার ও কেন্দ্রিয় মসজিদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং ইলেক্ট্রিক সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর আলোকে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে প্রত্যেকটি আইটেমের বিপরীতে পিসিআর প্রায় শতভাগ (৯৬.১২%) ব্যয় দেখানো হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ছাত্রী হল নির্মাণ, শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কেন্দ্রিয় মসজিদ নির্মাণ, মেডিক্যাল সেন্টার ও গেস্ট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ইত্যাদি খাতে অব্যয়িত ২৭৩.৯০ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৬৭৮৪.১০ লক্ষ টাকা (৯৬.১২%)। পিসিআর এ বাস্তব কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথভাব ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন নির্ভর করে। এছাড়া, আপাতঃদৃষ্টিতে ভৌত কাজ, আসবাবপত্র ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কাজ শতভাগ সম্পন্ন করা হলেও কাজের গুণাগুন ও উপযোগীতা লাভের বিবেচনায় তা শতভাগ অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত নির্ধারিত পরিমাণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে অবহিত করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট কাজসহ ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থার প্রতিশ্রুত অর্থায়ন দ্রুত নিশ্চিত করা যেতে পারে অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রকল্পের আওতায় তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ৭০৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬/০১/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে অনুমোদিত ব্যয়ে শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্প কোনরুপ ব্যয় বৃদ্ধি (Cost Overrun) এবং সময় বৃদ্ধি (Time Overrun) ছাড়াই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, একাডেমিক ভবন এবং আভ্যন্তরীণ রাস্তা ইত্যাদি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন, ল্যাব ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, ছাত্র হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা), শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা), ১০ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা), ৫ তলা প্রভোস্ট/হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা), অতিথি ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য়, ৩য় ও ৪র্থ), ৫ তলা ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা), অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বহিঃপানি সরবরাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন-১টি, কেন্দ্রীয় মসজিদ উর্ধ্বমূখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণ (৪ তলা) এবং মেডিকেল সেন্টারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব এইচ এম আলী হাসান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পঃও উঃ)	২৮.০৩.২০১৬	৩০.০৬.২০১৯	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ০৯/০১/২০২০ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ:

১০.১ ছাত্র হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা):

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **ছাত্র হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৭১.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ১৩৭১.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী সুবিধাভোগীগণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক আবাসিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্রঃ ১- ছাত্র হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)।

১০.২ শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা):

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৩১.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ৯৯০.৪২ লক্ষ টাকা (৯৫.৯৭%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কাজের কার্যাদেশ মূল্য ছিল ৯৯৭.৫০ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক ০১ (এক)টি প্যাকেজে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ছাত্রীগণ কর্তৃক আবাসিক ব্যবহার করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের আনুভূমিক সম্প্রসারণ (২৫০ সিটের একটি ইউনিটের-ব্লক 'বি'-০৫ তলা ভিতে ০৫ তলা) করা হয়েছে।



চিত্রঃ২- শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)।

১০.৩ শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা):

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ৩৩৯.২৭ লক্ষ টাকা (৯২.৪৫%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক ০১ (এক)টি প্যাকেজে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক আবাসিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত ভবনটি নির্ধারিত লক্ষ্যে পুরোপুরি ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজন মোতাবেক নিয়মিতভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



চিত্রঃ ৩-শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ (১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা)।

১০.৪ প্রভোস্ট/ হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা):

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **প্রভোস্ট/ হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ৩৩৯.২৭ লক্ষ টাকা (৯২.৪৫%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক ০১ (এক)টি প্যাকেজে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষকগণ কর্তৃক আবাসিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত ভবনটি নির্ধারিত লক্ষ্যে পুরোপুরি ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজন মোতাবেক নিয়মিতভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



চিত্রঃ ৪-প্রভোস্ট/হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা)।

১০.৫ ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা):

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত **২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা)** কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে উক্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের বিপরীতে ১৬১১.২৪ লক্ষ টাকা (৯৭.১৮%) ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, উক্ত খাতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক নির্ধারিত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি'র প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৯ এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ কর্তৃক একাডেমিক কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে দেখা গেছে।



চিত্রঃ ৫-২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা)।

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সময় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান, বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১২.১ সমাপ্তি টাকা **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০৫৮.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৬৭৮৪.১০ লক্ষ (৯৬.১২%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৪-২০১৫	২০০.০০	**প্রযোজ্য নয়।** (মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।)	২০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২০১৫-২০১৬	১৪৩৮.০০		১৪৩৮.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২০১৬-২০১৭	২২৪২.০০		২২৪২.০০	২২০০.০০	২২০০.০০
২০১৭-২০১৮	১৭৬৪.০০		১৭৬৪.০০	৩১২৮.০০	২৯৩০.২৬
২০১৮-২০১৯	১৪১৪.০০		১৪১৪.০০	১১০০.০০	১০৫৩.৮৪
মোট	৭০৫৮.০০		৭০৫৮.০০	৭০২৮.০০	৬৭৮৪.১০

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে হল নির্মাণ, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ এবং গুনগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সুবিধা তৈরীর লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক/ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, সেমিনার, একাডেমিক এবং গবেষণা ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সমস্যা নিরসনে সীমিত পরিসরে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা সম্ভব হয়েছে যা পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র মাধ্যমে সংস্থানকৃত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে, ভৌত কাজ সম্পাদন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ইনভেন্টরী সংরক্ষণ, কাজের গুনগত মান বজায় রাখা এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো, সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় মনিটরিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় হতে ৩ (তিন) মাস বিলম্বে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিসিআর এর অংশ (B) এর ক্রমিক নং-৮.১, অংশ (F) এর ক্রমিক নং-2.1, অংশ এবং অংশ (G) এর ক্রমিক নং-৪.৩, ৪.৪, ৪.৫, ৪.৬, ৪.৭, ৪.৮, ৪.৯, ৪.১৪ এবং ৫.৪ ও ৫.১৯ এ যথাযথভাবে তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়নি। এছাড়া, প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ

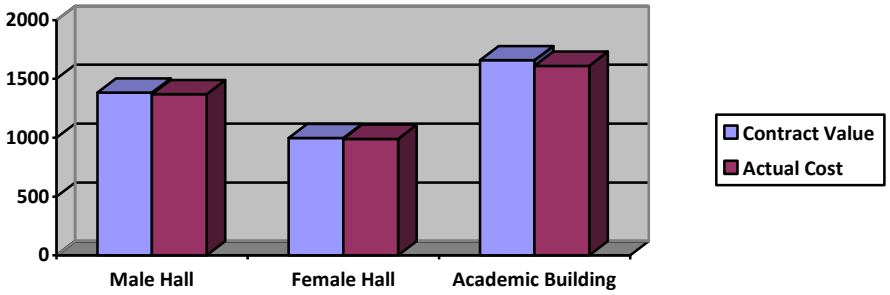
ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	প্রকৃতপক্ষে সম্পাদিত	মন্তব্য
১.	ছাত্র হল নির্মাণ	৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
২.	শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ	৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান

				মোতাবেক।
৩.	১০ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ	১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	১০ তলা ভিতের উপর ৫ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
৪.	৫ তলা প্রভোস্ট/হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ	৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা	৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
৫.	অতিথি ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	২য়, ৩য় ও ৪র্থ	২য়, ৩য় ও ৪র্থ	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
৬.	৫ তলা ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ	৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা	৫ তলা ভিতের উপর ২ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
৭.	কেন্দ্রীয় মসজিদ উর্ধ্বমূখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণ	৪ তলা	৪ তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।
৮.	মেডিকেল সেন্টারের উর্ধ্বমূখী	২য় তলা	২য় তলা	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক।

খাতওয়ারী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলন	চুক্তিমূল্য	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১.	ছাত্র হল নির্মাণ	১৩৭১.০০	১৩৮৩.৬১	১৩৭১.০০	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
২.	শেখ হাসিনা ছাত্রী হল নির্মাণ	১০৩১.০০	৯৯৭.৫০	৯৯০.৪২	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
৩.	১০ তলা শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ	৩৬৭.০০	৩২৪.৪৫	৩৩৯.২৭	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
৪.	৫ তলা প্রভোস্ট/হাউস টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ	৩৫০.০০	৩০০.১১	৩০৫.৪৫	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
৫.	৫ তলা ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ	১৬৫৮.০০	১৬৫৯.৫৫	১৬১১.২৪	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
৬.	কেন্দ্রীয় মসজিদ উর্ধ্বমূখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণ	৫১৮.০০	৪৯৮.৪৯	৪৯৭.৯২	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।
৭.	ইলেক্ট্রিক সাব-স্টেশন নির্মাণ	৩৮০.০০	৩৪২.১৩	৩৪১.৯২	অনুমোদিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য অনুসারে।



- **পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে ইনপুট দেওয়া হয়েছে।**

প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬টি প্যাকেজের (পণ্য ৯টি, কার্য ১৭টি এবং সেবা ০টি) সংস্থান ছিল, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি'র নির্ধারিত প্যাকেজে কাজ সম্পাদন করেছে মর্মে পরিরদর্শনকালে অবহিত করেন। তবে, আইটেম ভিত্তিক কার্যাদেশ সংক্রান্ত তথ্যাদির সীমাবদ্ধতার কারণে এ বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের সংস্থান থাকায় বিশেষ করে ল্যাবরেটরী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংস্থান থাকায় সাধারণভাবে চাহিদার ভিত্তিতে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিধায় অনুমোদিত ডিপিপি'র নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে প্যাকেজ সংখ্যা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। ছাত্র হল (৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা) ভবনের ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৭১.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ১৩৮৩.৬১ লক্ষ টাকা এবং পিসিআর এর তথ্য অনুসারে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৩৭১.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যের সমান (১০০%)। ছাত্রী হল ভবনের ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৩১.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ৯৯৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং পিসিআর এর তথ্য অনুসারে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৯০.৪২ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কম (৯৬.০৬%)। একইভাবে একাডেমিক ভবনের ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ১৬৫৯.৫৫ লক্ষ টাকা এবং পিসিআর এর তথ্য অনুসারে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬১১.২৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কম (৯৭.১৮%)। উল্লেখ্য, প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, পিসিআর এ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত ত্রুটি থাকলেও প্রত্যেকটি আইটেমের বিপরীতে অনুমোদিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় এবং চুক্তিমূল্য অনুসারে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় ০৩ মাসের মধ্যে না হলেও তুলনামূলকভাবে কম সময়ের (০৬ মাস) মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া গেছে। প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ জুলাই ২০১৯ এর পর কোন লেনদেন এর বিষয়ে উল্লেখ নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৫.০। **প্রকল্পের প্রভাব:**

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) ছাত্র ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তারা প্রত্যাশিত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে মর্মে জানা গেছে; (খ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহের ফলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির বিষয়ে সমসাময়িক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে; (গ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা এবং অধ্যয়নে সহযোগিতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বোপরি, প্রকল্পটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ জানান যে, আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় যার মধ্যে ইসলামী গবেষণাসহ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভাগগুলোর উপর উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা স্তর উন্নত করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক একাডেমিক কার্যক্রম আরো বেশি মানসম্পন্ন হবে। এছাড়া, উন্নয়ন

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলেও তারা পরিদর্শনকালে অবহিত করেন।

১৬। **সুপারিশ:**

১৬.১ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে গৃহীত **"ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)"** শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য **"ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)"** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে, সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চত করা;

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বর্ধিত অংশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করে মসজিদটিকে পুরোপুরিভাবে ফাংশনার করে তোলার লক্ষ্যে বিদেশী সংস্থার প্রতিশ্রুত অর্থায়ন দ্রুত নিশ্চিত করা অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রকল্পের আওতায় তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা;

১৬.৩ আলোচ্য প্রকল্পটি কোনরকম ব্যয় বৃদ্ধি (Cost Overrun) এবং সময় বৃদ্ধি (Time Overrun) ছাড়াই প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে যা অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ইতিবাচক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা;

১৬.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

১৬.৬ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।

Teaching quality improvement-2 in secondary education (1st revised) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তি : ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮)

১।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ			
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর)			
৩।	প্রকল্প অনুমোদন	:	বিষয়		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের তারিখ
			মূল	:	একনেক সভা	০৪/০৯/২০১২ খ্রিঃ
			সংশোধিত (১ম)	:	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী	১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৪।	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি অনুদান এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর ঋন সহায়তা			
৫।	প্রকল্পের অবস্থান	:	সমগ্র বাংলাদেশ			

৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নাল:

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	মূল এর তুলনায়	
মূল	৬৪৬০০.০০	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৭	ব্যয় হ্রাস (%)	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
সংশোধিত (১ম)	৫০০৪৬.৯৬	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৮	২২.৫৩%	২০%
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	-	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	-	৩০%

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) শিক্ষকদের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারন করা জন্য জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC) কে সহায়তা করা;

খ) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গুণমান সম্পন্ন শিক্ষক নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) কে সহায়তা করা;

গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (TTC) ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ (HSTTI) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান যাতে উন্নত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে;

ঘ) শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিত করা;

ঙ) পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্যে কর্মপ্রাপ্তিপূর্ব ও কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃদ্ধি করা।

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

(ক) ২৮৮৭৮২ জন শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যের স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ৩৭৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;

(খ) ৩৭৩৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয়

(গ) ১০৮৭৪টি ফার্নিচার ক্রয়

(ঘ) ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল ও ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ

ঙ) ১০টি ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠা

চ) ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে তিনটি বিষয়ে (ইংরেজি, গনিত ও বিজ্ঞান) সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা

ছ) ৭০টি যানবাহন ক্রয় (৬৭টি জীপ এবং ০৩টি মাইক্রোবাস)

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিচের ছকে তুলে ধরা হল-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	অফিসারদের বেতন	জন	১১	৪৩১.৫৯	১১	২৯০.৭৯
২.	স্টাফদের বেতন	জন	৪২	১৫২.৮৮	৪২	৮২.০৮
৩.	ভাতা	থোক	থোক	৩৪২.৭৯	থোক	২৯১.৪২
৪.	গবেষণা	থোক	থোক	১০৩৬.৮৫	থোক	৮৬২.৮২
৫.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	২৮৮৭৮২	২১৯৩১.০১	২৬৮২৯৩	২১৯২৪.৭০
৬.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	৩৭৪	২৮৭৭.৬২	৩৭০	২৪৬৪.৮৩
৭.	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	০৬	৪০৭৪.১০	০৬	২৪০৩.২৬
৮.	জাতীয় পরামর্শক	জনমাস	১৩	১৬৯৬.৭২	১৬	১৪৮৫.৭১
৯.	এডভোকেসি	থোক	থোক	১০০.০০	২৭৪৬৮	২৯.৬১
১০.	পিএমইউ এর জন্য ব্যয়	থোক	থোক	২২৯.০০	থোক	২০০.০৭
১১.	মেরামত, পরিচালন ব্যয় এবং পুনর্বাসন	থোক	থোক	২১০৮.০৩	থোক	২১০৮.০৩
১২.	শিক্ষক প্রনোদনা	থোক	থোক	৯৮৯.৫২	থোক	৮৮৫.৫৪
১৩.	অংশিদারিত্বের জন্য অনুদান ক) বিএড স্কলারশিপ অনুদান খ) সেন্টার অব এক্সিলেন্স এর জন্য অনুদান	থোক	থোক	১৩৪৫.২৬	থোক	১২৩৯.৪৬
১৪.	যানবাহন	সংখ্যা	৭০	২৯৮৫.০০	৭০	২৯৭৭.০২
১৫.	কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য	সংখ্যা	১৪৮৬	১৮৮০.০০	১৪৮৬	১৭৪৪.১১
১৬.	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩৭৩৭	১০৮৭.০০	৩৭৩৭	১০১২.৮৯
১৭.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১০৮৭৪	৩৪৭.৩১	১০৮৭৪	৩৪২.৯৪
১৮.	শিখন সামগ্রী	থোক	থোক	৬৬৭.২৮	২১২৫০০	৪৪৭.১২
১৯.	পূর্ত কাজ	সংখ্যা	৫১	৩০০০.০০	৫০	২৭৩৮.৯২

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য- (পিসিআর মোতাবেক)

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দয়িত্বের ধরন
১।	জনাব স্বপন কুমার সরকার, অতিরিক্ত সচিব	১১.১২.২০১১	২৩.০১.২০১৩	পূর্ণকালীন
২।	জনাব বনমালি ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব	২৩.০১.২০১৩	০৩.০৩.২০১৬	পূর্ণকালীন
৩।	জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব	০৩.০৩.২০১৬	২৮.০৩.২০১৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৪।	জনাব জহির উদ্দিন বাবর, অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৩.২০১৬	২৭.১২.২০১৮	পূর্ণকালীন
৫।	জনাব ড. মোঃ মাহমুদ -উল- হক, অতিরিক্ত সচিব	২৭.১২.২০১৮	৩১.১২.২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১১। অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপির সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়: (ডিপিপি এবং পিসিআর এর আলোকে) (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি সংস্থান	অর্থছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১২-২০১৩	৩৯২.০০	২৯৪.০০	১৩৭.০০
২০১৩-২০১৪	৬৭২৯.০০	৬৭২৯.০০	২৮০৯.৪৭
২০১৪-২০১৫	১৩০১০.০০	১১৩০০.০০	১২৭০৩.৬৮
২০১৫-২০১৬	১৭১৬১.০০	১৬৪১৭.১৫	১৬৬৫৩.৩৪
২০১৬-২০১৭	৯১৫৬.০০	৯১৫৭.০০	৭৪৩৪.৬৫
২০১৭-২০১৮	৫৮৫৯.০০	৫৮৫৯.০০	৪২৫৬.৫৬
২০১৮-২০১৯	১৩৪৮.০০	১৩৪৮.০০	১২৭০.৮৭
মোট	৫৩৬৫৫	৫১১০৪.১৯	৪৫২৬৫.৫৭

১২। ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য:

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেয়া হল- (লক্ষ টাকা)

নং	কাজের নাম/পণ্যের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমুল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
১	কম্পিউটার, ইউপিএস ও আনুষঙ্গিক (ল্যাপটপ-২০টি, কম্পিউটার-৪৫৫টি এবং ইউপিএস-৪৫৫টি)	৪১০.৭৫	১৭.০২.২০১৪ ৩৪৫.৭৯	২১.০৭.২০১৮	২০.০৭.২০১৮
২	যানবাহন ক্রয় (৩৫টি জীপ)	৩৩২৫.০০	২৫.০৯.২০১৪ ৮৯১৭৫২.৮২ ইউএস ডলার	১১.০৪.২০১৫	২৮.০৩.২০১৫
৩	যানবাহন ক্রয় (৩২টি জীপ)	৩০৪০.০০	০৭.০৬.২০১৫ ২২১৬.৩২	০৭.১০.২০১৫	২৯.০৬.২০১৫
৪	১০টি নতুন ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠা	৩৮০.০০	১২.০৬.২০১৮ ৩৩৮.৫৩	০১.০৮.২০১৮	২১.০৬.২০১৮
৫	সিসিএস ও ই-ল্যাবের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	৪৮৮.০০	২২.১১.২০১৭ ২৪২.১৭	১৮.০১.২০১৮	১০.০১.২০১৮

১৩। আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্পের সমাপ্তির প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ি প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। তবে প্রতি অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট হয়েছে যাতে ৪৩টি আপত্তি রয়েছে এবং ৩১টি আপত্তি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিচে অর্থবছরভিত্তিক অডিটের তথ্য দেয়া হল-

এক্সটার্নাল অডিট			
অর্থবছর	অডিট সম্পাদনের তারিখ/অডিট রিপোর্ট দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১২-২০১৩	৩১.০৩.২০১৪	০০	০০
২০১৩-২০১৪	২১.১২.২০১৪	১১	০৮
২০১৪-২০১৫	০৬.০১.২০১৬	০৪	০৪
২০১৫-২০১৬	১৫.০১.২০১৭	১১	১০
২০১৬-২০১৭	১৬.০১.২০১৮	০৩	০৩
২০১৭-২০১৮	৩১.১২.২০১৮	০৬	০৩
২০১৮-২০১৯	০৯.১০.২০১৯	০৮	০৩
মোট:		৪৩	৩১

১৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি/ মাধ্যম: মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি/মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে-

ক. ডিপিপি পর্যালোচনা;
খ. পিসিআর পর্যালোচনা;
গ. সরেজমিন পরিদর্শন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
ঘ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

ক) প্রকল্পের আওতায় মোট ৫১টি পূর্ত কাজের প্রস্তাব করা হয়। এ মধ্যে ২৭টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার এবং ২৪ টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল। ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল এবং ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে। ৫১টি পূর্ত কাজের মধ্যে ৫০টি পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত মিরপুর গভঃ হাই স্কুল পরিদর্শনে দেখা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নেত্রকোনা জেলায় আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার কারণ পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি। পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নির্মাণ কাজের পূর্বে নতুনভাবে প্রাক্কলন করে দেখা যায় ডিপিপির প্রাক্কলনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। আন্তঃঅঙ্গ সমন্নয় করে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রকল্পের মেয়াদের তুলনায় বেশি সময় লাগবে বিধায় অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত পূর্ত কাজ বাতিল করা হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়না। ০৬ বছর ০৬ মাস (০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮) ধরে চলা একটি প্রকল্পের আওতায় একটি প্রতিষ্ঠানে ০৩টি শ্রেণিকক্ষবিশিষ্ট ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ করতে না পারা স্পষ্টতই প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা;

খ) প্রকল্পটি মূলত প্রশিক্ষণধর্মী। জেলা শিক্ষা অফিস, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এইচএসটিটিআই), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এর মাধ্যমে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক ও মাদ্রাসা শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

দেশের অভ্যন্তরে ২৮৮৭৮২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। বিপরীতে ২৬৮২৯৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২০৪৮৯ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কম অর্জিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের তথ্যচিত্র পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম পরিদর্শনে দেখা যায় প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক continuous performance development (CPD) এবং school management committee (smc) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। cpd প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৯০৪২ জন এবং অর্জন ৮১৬২ জন। অন্যদিকে smc প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩১১৪ জন এবং অর্জন ২৮১১ জন। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন কম হওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা এবং প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়নি মর্মে পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প অর্থাৎ TQI-2 এর অব্যবহিত পূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প TQI-1 এর তথ্য সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ করায় TQI-2 এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য বিষয়। তাছাড়া TQI-2 এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মডিউল কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত অডিট কার্যক্রমের তথ্যচিত্র কার্যালয়ে যথাযথভোবে সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়নি;

অন্যদিকে, প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত কার্যালয়ে ০১টি জীপ, ০১টি ফটোকপিয়ার, ০১টি প্রিন্টার ও ০১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। জীপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং প্রিন্টার সচল পাওয়া গেলেও ফটোকপিয়ারটি নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায় এবং প্রিন্টারটি স্টোররুমে স্টিলের আলমিরার উপর রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। জেলা শিক্ষা অফিসার এবং অন্যান্য কর্মকর্তার ব্যাখ্যা অনুযায়ি কার্যালয়ে পর্যাপ্ত প্রিন্টার থাকায় বর্ণিত প্রিন্টারটি স্টোররুমে রাখা হয়েছে;

গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল, ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার, সেন্টার অব এক্সিলেন্স, ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার, প্রজেক্টর, বড় মনিটর, প্রিন্টার স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়;

এর মধ্যে ঢাকা জেলায় প্রতিষ্ঠিত (পিসিআর এ ঘোষিত) ০৩টি ই-ল্যাব, ০১টি সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং ০১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান পিসিআর এ বর্ণিত ধানমন্ডি গভরমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল নির্মাণ করা হয়নি। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের পরিকল্পনা থাকলেও পরিদর্শন করা হয়নি। তবে পরিদর্শন পরবর্তীসময়ে প্রকল্প পরিচালক জানান ধানমন্ডি গভরমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। নিচে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত যন্ত্রপাতির একটি তথ্যচিত্র তুলে ধরা হল-

(১) মতিঝিল গভঃ গার্লস হাই স্কুল (ই-ল্যাব): মতিঝিল গভঃ গার্লস হাই স্কুলে ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩০টি ইউপিএস, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ৫৬ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ৩০টি কম্পিউটার টেবিল এবং ৩০টি চেয়ার, র‍্যাকসহ ০১টি হোস্ট সার্ভার, ০১টি স্ক্যানার, ০১টি লেজার প্রিন্টার ০১টি সাউন্ড সিস্টেম এবং ৪৮ পোর্টের ০১টি ম্যানেজমেন্ট পোর্ট সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে এবং পরিদর্শনকালে ই-ল্যাবে প্রতিটি আইটেম পাওয়া যায়। পরিদর্শনকালে প্রতিটি যন্ত্র চালু করে পরীক্ষা করা হয় এবং সচল পাওয়া যায়;

(২) গভর্মেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা (সেন্টার অব এক্সিলেন্স): ঢাকা জেলার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংস্থান রয়েছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ২২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২২টি কম্পিউটার টেবিল ও ২২টি চেয়ার, ০১টি স্ক্যানার, ০১টি লেজার প্রিন্টার, ০১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ২২টি হেডফোন, ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এবং ০১টি আইপিএস দেয়া হয়েছে। টেকনিক্যাল সাপোর্ট না পাওয়ায় কম্পিউটার, প্রজেক্টর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সচল রয়েছে কিনা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে;

(৩) গভর্মেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা (ই-ল্যাব): ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্মেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকায় ৩০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩০টি ইউপিএস, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ৫৬ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ৩০টি কম্পিউটার টেবিল এবং ৩০টি চেয়ার, র‍্যাকসহ ০১টি হোস্ট সার্ভার, ০১টি স্ক্যানার, ০১টি লেজার প্রিন্টার ০১টি সাউন্ড সিস্টেম এবং ৪৮ পোর্টের ০১টি ম্যানেজমেন্ট পোর্ট সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে এবং পরিদর্শনকালে ই-ল্যাবে প্রতিটি আইটেম পাওয়া যায়। তবে উক্ত কেন্দ্রের ই-ল্যাব এর দায়িত্বরত কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে উপস্থিত না থাকায় প্রতিটি যন্ত্র চালু করে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে প্রতিটি যন্ত্র সচল রয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়নি;

(৪) শের-ই-বাংলানগর গভঃ গার্লস হাই স্কুল (ই-ল্যাব): ই-ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য শের-ই-বাংলানগর গভঃ গার্লস হাই স্কুলে ৩০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩০টি ইউপিএস, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ৫৬ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ৩০টি কম্পিউটার টেবিল এবং ৩০টি চেয়ার, র‍্যাকসহ ০১টি হোস্ট সার্ভার, ০১টি স্ক্যানার, ০১টি লেজার প্রিন্টার ০১টি সাউন্ড সিস্টেম এবং ৪৮ পোর্টের ০১টি ম্যানেজমেন্ট পোর্ট সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে এবং পরিদর্শনকালে ই-ল্যাবে প্রতিটি আইটেম পাওয়া যায়। তবে পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫৬ ইঞ্চি এলইডি মনিটরটি ব্যবহার করছে না বরং এর পরিবর্তে একটি প্রজেক্টর ব্যবহার করছে। এর কারণ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জানান ৫৬ ইঞ্চি এলইডি মনিটরটি ব্যবহার করতে না পারায় এর বিকল্প হিসেবে একটি প্রজেক্টর কেনা হয়েছে। ই-ল্যাবের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয়েছে তা হতে প্রজেক্টর ক্রয়ের ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্প হতে ই-ল্যাবের প্রদত্ত মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়;

(৫) মিরপুর গভঃ হাই স্কুল (ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার): মিরপুর গভঃ হাই স্কুলে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫টি করে কম্পিউটার, মনিটর, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার, ০১টি

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ০১টি র‍্যাকসহ সার্ভার প্রদানের সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনে বর্ণিত যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় পাওয়া যায়;

ঘ) প্রকল্পের আওয়ায় মোট ৭০টি যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। সংস্থান মোতাবেক ৭০টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস এর জন্য ৬৪টি জীপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ০২টি জীপ এবং পিএমইউ এর জন্য ০৪টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে। মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা এর বিশেষ প্রয়োজনে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ব্যবহার অপরিহার্য হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির ০৬ মাস পূর্ব থেকেই প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের যানবাহন প্রচলিত প্রদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের নিজ টিওএন্ডটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তবে র্নিধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে অন্তর্ভুক্তির কাজ সমাপ্ত না হলে যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা সমীচীন হবে;

ঙ) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। তবে প্রতি অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট হয়েছে যাতে ৪৩টি আপত্তি রয়েছে এবং ৩১টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে ১২টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। ১২ টি অডিট আপত্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ঠিকাদার কর্তৃক বিলম্বে কাজ সম্পাদন করায় ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিল, প্রকল্পের গাড়ী পরিবহন পুলে জমা প্রদান সংক্রান্ত। পরিদর্শনে দেখা যায় অডিট আপত্তিসমূহের জবাব প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তির জন্য যথাবিধি প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চ) উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ থাকবে না সেসব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যাবে না। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব জহির উদ্দিন বাবর, অতিরিক্ত সচিব প্রকল্প সমাপ্তির তারিখে (৩১/১২/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ) অবসরে যান বলে পরিদর্শনকালে জানা যায় যা পরিপত্রের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়;

ছ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৫২৬৫.৫৮ লক্ষ টাকা (৯০.৪৫%)। এ অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

১৯। **মতামত/ সুপারিশ**

ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দানের মানন্নোয়ন উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানের মানন্নোয়ন ঘটেছে কিনা তা যাচাই করা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের বিস্তারিত তথ্যচিত্র যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

খ) নেত্রকোনা জেলায় আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ) দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থিরকৃত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর জন্য কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা, প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়া এবং পিসিআর মোতাবেক পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সুনির্দিষ্ট তথ্যভান্ডার এর ভিত্তিতে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে যাতে কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতা বহির্ভুত না থাকে এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা

অর্জনে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত ব্যচসংখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একাধিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না। একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ঘ) কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সটিতে দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) প্রকল্প হতে ই-ল্যাবে প্রদত্ত বড় মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার থাকার অজুহাতে সচল প্রিন্টার স্টোররুমে সংরক্ষণ করে রাখায়ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি (বড় মনিটর, প্রজেক্টর, র‍্যাক সার্ভার, ফটোকপিয়ার) ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তরণ (dissemination) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কেননা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এসকল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হলে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে। তাই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ শুধু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে।

ছ) অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিলসহ অবশিষ্ট ১২টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;

জ) উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পে পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নিয়মাবলি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ থাকবে না সেসব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে না।

ছ) উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: **জুন, ২০১৯**)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানা, ঢাকা।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (মোট জিওবি প্র:সা:)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোট জিওবি প্র:সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (মোট জিওবি প্র:সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট : ৪৩৫০০.০০ জিওবি : ৪৩৫০০.০০ প্র:সা: -	মোট : ২৯৩০৫.২৩ জিওবি : ২৯৩০৫.২৩ প্র:সা: -	মোট: ২১০৯৮.২৪ জিওবি:২১০৯৮.২৪ প্র:সা: -	জুলাই. ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই. ২০১০ হতে জুন, ২০১৯	জুলাই. ২০১০ হতে জুন, ২০১৯	-	৬০ মাস (১২৫%)

৫.০ <u>অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব :**					
১.	কর্মকর্তাদের বেতন (পিআইইউ)	সংখ্যা	৭ জন	২৭৪.৪৭	১ জন (১৪%)	১৭২.৪০ (৬৩%)
২.	কর্মচারিদের বেতন (পিআইইউ)	সংখ্যা	৭ জন	১৯.১১	২ জন (২৯%)	১৪.৬৬ (৭৭%)
৩.	ভাতাদি (পিআইইউ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য)	সংখ্যা	১৪ জন	২৯৩.৫৮	৩ জন (২১%)	১৬০.৭০ (৫৫%)
	<u>সরবরাহ ও সেবা</u> :					
৪.	প্রকল্প পরিচালনা ব্যয়	-	-	৪১১.৮০	থোক	৩২৭.৫৫ (৭১%)
৫.	প্রশিক্ষণ ব্যয়	-	-	৪৭.০৯		
৬.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	২০.১১	থোক	১৪.১৬ (৭০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :			**১০৬৬.১৬**		**৬৮৯.৪৭ (৬৫%)**

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(খ)	মূলধন :					
৭.	আসবাবপত্র (পিআইইউ)	থোক	থোক	৩.৭৯	থোক	৩.৭৯ (১০০%)
৮.	অফিস ইক্যুইপমেন্ট (পিআইইউ)	থোক	থোক	১০.৭৯	থোক	১০.৭৪ (৯৯.৫৪%)
৯.	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস (পিআইইউ)	সংখ্যা	৮ সেট	৯.৪২	১০ সেট (১২৫%)	৯.৪০ (৯৯.৭৯%)
১০.	যানবাহন ক্রয় (পিআইইউ) (১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	২ টি	৭৪.৩৬	২ টি (১০০%)	৭৪.৩৬ (১০০%)
১১.	আসবাবপত্র (স্কুল ও কলেজ)	সংখ্যা	১৭ টি	১১৯৮.২৪	১৭ টি (১০০%)	১১০১.৯৯ (৯২%)
১২.	অফিস ইক্যুইপমেন্ট (স্কুল ও কলেজ)	সংখ্যা	১৭ টি	৪৪.৮৮	১৭ টি (১০০%)	৪৪.৮৩ (৯৯.৮৯%)
১৩.	ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য যন্ত্রপাতি (স্কুল ও কলেজ)	সংখ্যা	১৭ টি	৯৭৫.১২	১৪ টি (৮২%)	৭০৪.৫৯ (৭২%)
১৪.	অফিসের কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি ও আইসিটি ল্যাব (স্কুল ও কলেজ)	সংখ্যা	১৭ টি	৪৫৩.৬৯	১৭ টি (১০০%)	৩২৭.৩১ (৭২%)
১৫.	স্কুল ও কলেজের জন্য অন্যান্য উপকরণ	সংখ্যা	১৭ টি	১৩৭.৭৭		
১৬.	ভূমি অধিগ্রহণ (স্কুল ও কলেজ)	সংখ্যা	৪ টি	১০৫০০.০০	৪ টি (১০০%)	৪,৫৪০.৫৮ (৪৩%)
১৭.	ভূমি উন্নয়ন	একর	১৭ টি	৬১২.০০	১৭ টি (১০০%)	৫৭৫.৯৫ (৯৪%)
১৮.	একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন ও শহীদ মিনার নির্মাণ (প্রতিটি ২৪৪৮ বর্গমিটার, ৬-তলার ভিতে ৬-তলা)	সংখ্যা	১৭ টি	১১৯০২.৬৬	১৭ টি (১০০%)	
১৯.	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৪৫৭৫.৫২ মি:	১৩৭৭.২৫	৪৫৭৫.৫২ মি: (১০০%)	১২৮৪৪.২৫ (৯৪%)
২০.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	ব:মি:	৬২৭০ ব:মি:	৩৬৪.৫০	৬২৭০ ব:মি: (১০০%)	
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :			**২৭৬৬৪.৪৬**		**২০২৩৭.৭৯ (৭৩%)**
(গ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	১%	২৮৭.৩১		-
(ঘ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	১%	২৮৭.৩১		-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =	-	**-**	**২৯৩০৫.২৩**		**২১০৯৮.২৪ (৭২%)**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

প্রকল্পের কোন অসমাপ্ত কাজ নেই মর্মে পিসিআর-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১ **পটভূমি :**

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান

চাহিদার নিরীখে ঢাকা মহনগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য প্রকল্পটির মূল ডিপিপি মোট ৪৩৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিগত ১৫.০৬.২০১০ খ্রি: তারিখে "একনেক" সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে মোট ২০৪.২৮৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩০.৭১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা বিগত ০২.০৪.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠত "একনেক" সভায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধিপূর্বক জুন,২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ হয়। পুনরায় প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪.০৯ কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক মোট ২৯৪.৮০ কোটি টাকায় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধিপূর্বক জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যা ২য় সংশোধিত আকারে বিগত ২০.০১.২০১৫ তারিখে "একনেক" কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১.৭৫ কোটি টাকা হ্রাসপূর্বক মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩.০৫ কোটি টাকা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৬ এর পরিবর্তে জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যা গত ০২.০৮.২০১৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত "একনেক" সভায় ৩য় সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। পুনরায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;
- ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা; এবং
- ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধনশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্নমুখী শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

৭.৩ অনুমোদন পর্যায় :

প্রকল্পটি মূল ডিপিপি মোতাবেক মোট ৪৩৫.০০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিগত ১৫.০৬.২০১০ খ্রি: তারিখে "একনেক" কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে মোট ২০৪.২৮৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩০.৭১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা বিগত ০২.০৪.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠত "একনেক" সভায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধিপূর্বক জুন,২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ হয়। পুনরায় প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪.০৯কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক মোট ২৯৪.৮০ কোটি টাকায় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধিপূর্বক জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যা ২য় সংশোধিত আকারে বিগত ২০.০১.২০১৫ তারিখে "একনেক" কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১.৭৫ কোটি টাকা হ্রাসপূর্বক মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩.০৫ কোটি টাকা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৬ এর পরিবর্তে জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যা গত ০২.০৮.২০১৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত "একনেক" সভায় ৩য় সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। পুনরায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রতিষ্ঠানসমূহ :**

মহাবিদ্যালয়সমূহ :	১)	শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা ;
	২)	ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ;
	৩)	ভাষানটেক সরকারি মহাবিদ্যালয় ; ঢাকা।
	৪)	দুয়ারিপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় ; ঢাকা।
	৫)	দক্ষিণখান সরকারি মহাবিদ্যালয় (জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়) ;উত্তরা, ঢাকা এবং
	৬)	সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়। ঢাকা ।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ:	১)	শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়. হাজারীবাগ, ঢাকা ; ;
	২)	দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা ;
	৩)	ভাষানটেক সরসকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ; ঢাকা ।
	৪)	রুপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা। ;
	৫)	বংগমাতা শেখ ফজিলাতুর নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ খান, উত্তরা, ঢাকা ;
	৬)	বড় মগবাজার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ;
	৭)	উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা ;
	৮)	হাজী এম এ গফুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডেমরা ঢাকা ;
	৯)	মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট সরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ;
	১০)	জুরাইন শেখ কামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ;ঢাকা এবং
	১১)	শেখ জামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামরাংগীরচর, ঢাকা।

৭.৫ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে যানবাহন ক্রয় (পিআইইউ) (১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস), আসবাবপত্র (স্কুল ও কলেজ), অফিস ইক্যুইপমেন্ট (স্কুল ও কলেজ), ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য যন্ত্রপাতি (স্কুল ও কলেজ), অফিসের কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি ও আইসিটি ল্যাব (স্কুল ও কলেজ), স্কুল ও কলেজের জন্য অন্যান্য উপকরণ, ভূমি অধিগ্রহণ (স্কুল ও কলেজ), ভূমি উন্নয়ন, একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন ও শহীদ মিনার নির্মাণ (প্রতিটি ২৪৪৮ বর্গমিটার, ৬-তলার ভিতে ৬-তলা), বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি।

৭.৬ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :**

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন :

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তারের তারিখ	মন্তব্য
০১)	জনাব মানিক চন্দ্র দে, যুগ্ম-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	২২.০৭.২০১০	০৮.১২.২০১৪	পূর্ণকালীন
০২)	জনাব স্বপন চন্দ্র পাল যুগ্ম-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক	২৩.১২.২০১৪	১১.১২.২০১৭	পূর্ণকালীন
০৩)	জনাব মোহাম্মদ দিদারুল আলম, প্রফেসর ও প্রকল্প পরিচালক	০৬.০৫.২০১৮	২৬.০২.২০১৯	পূর্ণকালীন
০৪)	জনাব মোহাম্মদ দিদারুল আলম, প্রফেসর ও প্রকল্প পরিচালক	২৭.০২.২০১৯	৩০.০৬.২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৭.৭ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে :

(ক) মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি ও মনিটরিং রিপোর্ট পর্যালোচনা ;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা ;

(গ) Project Implementation Committee (PIC), Project Steering Committee (PSC) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

৮.১ আর্থিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩০৫.২৩ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২১০৯৮.২৪ লক্ষ টাকা (৭২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১০-১১	১৫৪.৩৮	১৫৪.৩৮	-	১৫৪.৩৮	১৪০.২৬	১৪০.২৬	-	৯১%
২০১১-১২	৬৬০.০০	৬৬০.০০	-	৬৬০.০০	৬৫৩.১০	৬৫৩.১০	-	৯৯%
২০১২-১৩	৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০	-	৬৪৯০.০০	৫৯৯০.৭২	৫৯৯০.৭২	-	৯২%
২০১৩-১৪	৩৪৭৬.০৫	৩৪৭৬.০৫	-	৩৪৭৬.০৫	৩৪২৮.৮১	৩৪২৮.৮১	-	৯৯%
২০১৪-১৫	১৭৭০.০০	১৭৭০.০০	-	১৭৭০.০০	১৭৬৯.৪৫	১৭৬৯.৪৫	-	৯৯.৯৭%
২০১৫-১৬	২৭৪০.০০	২৭৪০.০০	-	২৭৪০.০০	২৭২৯.১৫	২৭২৯.১৫	-	৯৯.৬০%
২০১৬-১৭	৪১৭৪.০০	৪১৭৪.০০	-	৪১৭৪.০০	২৫৯৬.৩৯	২৫৯৬.৩৯	-	৬২%
২০১৭-১৮	২৯২৪.০০	২৯২৪.০০	-	২৯২৪.০০	২৪৩৫.৩৩	২৪৩৫.৩৩	-	৮৩%
২০১৮-১৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০		১৮০০.০০	১৩৫৪.০১	১৩৫৪.০১		৭৫%
মোট=	**২৪১৮৮.৪৩**	**২৪১৮৮.৪৩**	-	**২৪১৮৮.৪৩**	**২১০৯৮.২৪**	**২১০৯৮.২৪**	-	**৭২%**

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ২৯৩০৫.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ২১০৯৮.২৪ লক্ষ টাকা (৭২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অব্যয়িত মোট ৮২০৬.৯৯ লক্ষ টাকা হস্তান্তরের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান- অব্যয়িত অর্থ উত্তোলন করা হয়নি যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারি কোষাগারে স্যারেন্ডার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পরিকল্পিত মগবাজার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণের জঠিলতা থাকায় ৪২৬১৫০৯০০.৩ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তর করে ঢাকার সবুজবাগ এলাকায় সরকারী জায়গায় স্থাপন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কিছু কিছু আইটেমে ব্যয় কম হওয়ায় সর্বমোট ৮২০৬.৯৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

৮.২ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ যানবাহন ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ০২ টি যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি মাইক্রোবাস) ক্রয়ের জন্য ৭৪.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.২ আসবাবপত্র (স্কুল ও কলেজ) ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য ১১৯৮.২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১০১.৯৯ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৩ অফিস ইক্যুইপমেন্ট (স্কুল ও কলেজ) ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে অফিস ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহের জন্য ৪৪.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৪ ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য যন্ত্রপাতি (স্কুল ও কলেজ) :

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য যন্ত্রপাতি (স্কুল ও কলেজ) সরবরাহের জন্য ৯৭৫.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭০৪.৫৯ লক্ষ টাকা। ০৩ টি প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে না পারায় এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮২%।

৮.২.৫ অফিসের কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি ও আইসিটি ল্যাব (স্কুল ও কলেজ) ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে অফিসের কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি ও আইসিটি ল্যাব (স্কুল ও কলেজ) স্থাপনের জন্য ৪৫৩.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩২৭.৩১ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৬ ভূমি অধিগ্রহণ (স্কুল ও কলেজ) ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে ভূমি অধিগ্রহণ (স্কুল ও কলেজ)-এর জন্য ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৫৪০.৫৮ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৪৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৬ ভূমি উন্নয়ন ঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এ খাতে ভূমি উন্নয়নের জন্য ৬১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৭৫.৯৫ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৪৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৭ একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন ও শহীদ মিনার নির্মাণ (প্রতিটি ২৪৪৮ বর্গমিটার, ৬-তলার ভিতে ৬-তলা), বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ:

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন ও শহীদ মিনার নির্মাণ (প্রতিটি ২৪৪৮ বর্গমিটার, ৬-তলার ভিতে ৬-তলা) খাতে ১১৯০২.৬৬ লক্ষ টাকা, বাউন্ডারি ওয়াল (৪৫৭৫.৫২ মি:) নির্মাণ খাতে ১৩৭৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা (৬২৭০ ব:মি) নির্মাণ খাতে ৩৬৪.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে এ ০৩ (তিন) টি খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৮৪৪.২৫ লক্ষ টাকা। এখাতগুলোতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা ;	ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রীগণ সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করছে। তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে মর্মে জানা যায়। সুতরাং, বলা যায়-প্রকল্পটির আউটপুট পর্যায় অর্জিত হয়েছে এবং শতভাগ আউটকামস্ পর্যায়ক্রমে অর্জিত হবে মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।
২) ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা ;	
৩ ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা ; এবং	
৪) ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধনশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্নমুখী শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধি করা।	

১০.০ <u>প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব</u> :

১) ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ;

২) ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে ;

৩) ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ; এবং

৪) ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধনশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্নমুখী শিক্ষা সুবিধা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.০ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ :

প্রযোজ্য নয়।

১২.০ মনিটরিং ঃ

প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বিগত ০৫.০৫.২০১৪, ১৯.১২.২০১৫, ২৭.০৯.২০১৭, ০৬.০৫.২০১৮ এবং ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি: তারিখে পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC), স্টিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৩.০ অডিট সম্পর্কিত তথ্য ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ অডিট : প্রকল্পটি জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯-মেয়াদে সমাপ্ত ঘোষণা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে মর্মে দেখা যায়। অন্যান্য অর্থ বছরের কোন অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি।

(খ) এক্সটার্নাল অডিটঃ

প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় বাস্তবায়নকালে কোন ধরনের এক্সটার্নাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজন নেই মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন</u> :

প্রকল্পটির পিসিআর মূল্যায়নের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক গত ০৩.০৩.২০২০ খ্রি: তারিখে দুইটি কলেজ ও দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, কলেজের অধ্যক্ষ,মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী ইইডি, ঢাকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ :

১৪.১ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় :

১৪.১.১ মহাবিদ্যলয়টি ঢাকার হাজারিবাগ এলাকায় অবস্থিত এবং ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। মহাবিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমান-১.০০ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০০ জন। ছাত্র-১০২২ এবং ছাত্রী- ৮৭৮ জন। মোট শিক্ষক-৪৫ জন। এর মধ্যে ১৮ জন পূরূষ এবং ৩৬ জন মহিলা শিক্ষক। প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন (৬তলা ভিতে ৬তলা), শহীদ মিনার, প্রধান গেইট, ০৩ (তিন) দিকের সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরিন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ;

১৪.১.২ পরিদর্শনকালীন অধ্যক্ষ মহোদয় জানান যে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি ভিতরে আসে এবং প্রত্যেক ফ্লোর-এ সিঁড়ির সামনে জমে থাকে। সিড়ি এবং লিফট পাশাপাশি হওয়ায় বৃষ্টির পানি লিফটের ভিতরেও প্রবেশ করে। তিনি জানান লিফটের সামনে উঁচু হলে পানি আর ভিতরে যেতো না। কলাপসিবল গেইট এর গ্রিলও পানির কারণে নষ্ট হচ্ছে মর্মে জানান ;

১৪.১.৩ Starting Roof এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে গেছে। এর ফলে বৃষ্টি হলে ছাঁদের ভিতরে জমে থাকা পানি ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে ;

১৪.১.৪ কম্পিউটার ল্যাব এর ফলস সিলিং কিছু কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গেছে মর্মে দেখা যায় ;

১৪.১.৫ জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হয়েছে । বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে সেখানে বৃষ্টির পানি জমার ফলে জেনারেটরের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে ;

১৪.১.৬ প্রিন্সিপাল অফিসের পূর্ব পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর হেলে গেছে। এর ফলে যে কোন সময় আনুমাণিক ৫০-৬০ ফুট দেয়াল ভেংগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে অধ্যক্ষ জানান। তিনি জরুরী ভিত্তিতে হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন দরকার বলে জানান। তাছাড়া, কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে ;

১৪.১.৭ সরবরাহকৃত মালামালের ইনভেনটরি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ওয়াসার পানি সরবরাহ না থাকায় সাব-মারসিবল টিউবওয়েল দিয়ে পানি সরবরাহের কাজ চালানো হচ্ছে। অধ্যক্ষ জানান জরুরী ভিত্তিতে ওয়াসার পানির সংযোগ প্রদান করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান ;

১৪.১.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি ; এবং

১৪.১.৯ প্রতিষ্ঠানটির সিড়ির ইলেক্ট্রিক্যাল লাইন এর ডিবি বোর্ড কয়েকটি স্থানে নস্ট দেখা যায়। অধ্যক্ষ জানান ছাত্র-ছত্রীরা অনেক সময়ে এগুলো নষ্ট করে ফেলে।

১৪.২ শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় :

১৪.২.১ বিদ্যালয়টি রাজধানীর হাজারিবাগ এলাকায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালিটির মোট জমির পরিমাণ ১.০০ একর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৩৬ জন (ছাত্র ৪০৭ জন এবং ছাত্রী ২২৯ জন)। শিক্ষক ২২ জন (পুরুষ ১০ জন এবং মহিলা ১২ জন)। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টিতে একটি একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (৬-তলার ভিতে ৬-তলা) , একটি শহীদ মিনার, তিনদিকের সীমানা প্রাচীর এবং প্রধান গেইট নির্মাণ করা হয়েছে ;

১৪.২.২ পরিদর্শনকালীন প্রধান শিক্ষক জানান যে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি ভিতরে আসে এবং প্রত্যেক ফ্লোর-এ সিঁড়ির সামনে জমে থাকে। সিড়ি এবং লিফট পাশাপাশি হওয়ায় বৃষ্টির পানি লিফটের ভিতরেও প্রবেশ করে। তিনি জানান লিফটের সামনে উচু হলে পানি আর ভিতরে যেতো না। কলাপসিবল গেইট এর গ্রিলও পানির কারণে নষ্ট হচ্ছে মর্মে জানান ;

১৪.২.৩ জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হয়েছে । বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে সেখানে বৃষ্টির পানি জমার ফলে জেনারেটরের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে ;

১৪.২.৪ পরিদর্শনকালীন দেখা যায় একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (৬-তলার ভিতে ৬-তলা) এর ১৫/২০ টি জানালার গ্লাস ভাংগা। প্রধান শিক্ষক জানান বিকেলে বাইরের ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় বল লেগে এসব গ্লাস ভেঙ্গেছে ; এবং

১৪.২.৫ বিদ্যালয়টি স্থাপিত কম্পিউটার এর স্মার্ট বোর্ড নষ্ট দেখা যায় । এছাড়া কম্পিউটার শিক্ষক জানান এ ল্যবে নেটওর্কের খুব সমস্যা আছে। জরুরী বিত্তিতে নেটওযার্ক সমস্যা সমাধান না করলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ ল্যব থেকে যথাযথ উপযোগীতা পাবে না।

১৪.৩ ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় :

১৪.৩.১ বিদ্যালয়টি ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় বেড়ি বাধের বাইরে ঢাকা উদ্যান হাউজিং এর মধ্যে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালিটির মোট জমির পরিমাণ ০.৬৫ একর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১২৪১ জন (ছাত্র ৯০৪ জন এবং ছাত্রী ৩৩৭ জন)। শিক্ষক ৩৯ জন (পুরুষ ১১ জন এবং মহিলা ২৮ জন)। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টিতে একটি একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (৬-তলার ভিতে ৬-তলা), একটি শহীদ মিনার, সীমানা প্রাচীর ও প্রধান গেইট নির্মাণ করা হয়েছে ; এবং

১৪.৩.২ কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। স্মার্ট বোর্ড সার্ভিসিং ব্যয় বহুল বলে সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে অধ্যক্ষ জানান। ল্যাবের কম্পিউটার ও এয়ার কমিন্ডশনার সচল রয়েছে।

১৪.৪ দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় :

১৪.৪.১ বিদ্যালয়টি ঢাকার মীরপুর এলাকায় বুদ্ধিজীবি কবর স্থানের পাশে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালিটির মোট জমির পরিমাণ ১.০০ একর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬২৫ জন এবং শিক্ষক ২৪ জন (পুরুষ ০৬ জন এবং মহিলা ১৮ জন)। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টিতে একটি একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (৬-তলার ভিতে ৬-তলা) একটি শহীদ মিনার, সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ করা হয়েছে ;

১৪.৪.২ পরিদর্শনকালীন প্রধান শিক্ষক জানান যে, একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (৬-তলার ভিতে ৬-তলা) এর লিফট টি বর্তমানে সচল নেই কারন লিফটে সেন্সর কাজ করছে না । বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি লিফটের নিচ খেকে ভিতরে আসে এবং প্রত্যেক ফ্লোর-এ সিঁড়ির সামনে জমে থাকে এবং পনি সিড়ি দিয়ে নীচে চলে আসে। তিনি জানান লিফটের সামনে উচু হলে পানি আর ভিতরে যেতো না। নীচতলার কলাপসিবল গেইট এর গ্রিলও পানির কারণে নষ্ট হচ্ছে মর্মে জানান ;

১৪.৪.৩ অডিটোরিয়াম রুমের পার্টিশন নষ্ট এবং ফ্লোরের টাইলস কিছু কিছু স্থানে উঠে গেছে। কয়েকটি জানালার গ্লাস ভাংগা দেখা যায়। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রধান শিক্ষক জানান-ছাত্র-ছাত্রীরা ভেংগে ফেলেছে। যন্ত্রপাতি ও সেনিটারী ঠিক আছে বলে জানা গেছে ;

১৪.৪.৪ কম্পিউটার ল্যাবে রক্ষিত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ৭/৮ টি কম্পিউটার নষ্ট। নেটওয়ার্ক খুবই ধীরগতি সম্পন্ন হওয়ায় তা ব্যবহারে সমস্যা হচ্ছে মর্মে প্রধান শিক্ষক জানান;

১৪.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীর তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১ টি জীপ গাড়ী (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৪৮৯০) এবং ১ টি মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৪৬১৪) ক্রয় করা হয়। জুন,২০১৯ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক যানবাহন দু'টি সেক্টেন্ডারী এডুকেশন ডেপেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)-এ হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে ; এবং

১৪.৬ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ইক্যুপ্মেন্ট তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের আওতায় ৬ টি কলেজ এবং ১১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর মূল্যায়নের জন্য ৪ টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে ১) শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২) শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৩) ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং ৪) দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহে দেখা যায়, স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার বোর্ডের স্মার্ট বোর্ড, কিছু কিছু কম্পিউটার অচল হয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ জানান-কম্পিউটার ল্যাবের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হলেও ইন্টারনেটের গতি খুবই মন্থর। যে কারণে শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না ।

১৫.০ প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা :



চিত্র-০১ ঢাকা উদ্যান সরকারী মহাবিদ্যালয়



চিত্র-০২ **শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় (সিড়ি ঘর)**



চিত্র-০৩ কম্পিউটার ল্যাব (**ঢাকা উদ্যান সরকারী মহাবিদ্যালয়)**



চিত্র-০৪ **শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় (লিফ্ট এর সামনে)**

১৬.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৬.১ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০৩ (তিন) বার সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০২ (দুই) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৬০ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বাস্তব ভিত্তিক নিরূপণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে ;

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড এবং কিছু কিছু কম্পিউটার অচল দেখা গেছে। এছাড়া, ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না । পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত লিফট্সমূহের প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের সামনে নীচু থাকায় বর্ষা মৌষুমে বৃষ্টি পানি লিফটের ভিতরে প্রবেশ করে। দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লিফট্ অকেজো অবস্থায় দেখা যায়। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সমস্যা থাকলে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৪ পরিদর্শিত ঢাকা উদ্যান মহাবিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস্ ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এ ধরণের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৫ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হচ্ছে। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে জেনারেটর সমূহের ক্ষতি হতে পারে। জরুরী ভিত্তিতে জেনারেটরসমূহের নিরাপত্তার জন্য পৃথক রুম নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৬ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর (আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট) জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৭ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের Starting Roof এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ছাঁদের ভিতরে জমে এবং তা ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এ সমস্যা নিরসনে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৬.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি দু'টির মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ করতে হবে ;

১৬.৯ পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়েরেজ লাইন নেই (বর্তমান সাব-মারসিবল পাম্প দ্বারা পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে) সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্যুয়েরেজ লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে ;

১৬.১০ প্রকল্পটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত (পরিদর্শনের তারিখ) **পূর্ণ মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯)** অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। তাই প্রকল্প শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ; এবং

১৬.১১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলেজ/ বিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি রাজস্ব খাত হতে থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, সখীপুর, টাংগাইল (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, সখীপুর, টাংগাইল (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : সখীপুর, টাংগাইল।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২০২.২০	২৩৪২.৪২	২২৭৪.৬১	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	৭২.৪১ (৩.২৮%)	৩ বছর ৬ মাস (১৭৫%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ <u>প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ</u>

৬.১ <u>পটভূমিঃ</u>

টাংগাইল জেলার সখীপুর উপজেলায় ১৯৯৫ সালে সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি গ্রহণের সময় কলেজটিতে প্রায় ২৩৫৬ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। তৎকালীন সময়ে কলেজে একটি টিনসেড ছাত্রীনিবাস ছিল । চাহিদার তুলনায় সীটসংখ্যা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল এবং পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। এটি একটি আবাসিক কলেজ বিধায় ছাত্রীদের হোস্টেলে অবস্থান করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু হোস্টেলে সীটের অভাবে ছাত্রীরা খুব কষ্ট করে অধ্যয়ন করছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের নিমিত্ত বহুতল হোস্টেল ভবন নির্মাণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা দেয়া হয়। অধ্যায়নরত ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মোট ২৩৪২.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ১৯.০৬.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয়।

৬.২ **<u>উদ্দেশ্যঃ</u>**

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- নারী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ।
- ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ ; এবং
- দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসনবিশিষ্ট) নির্মাণ ;
- ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ;
- বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ;
- অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ;
- সারফেস ড্রেন নির্মাণ ;
- সাব-স্টেশনসহ বহি:বিদ্যুতায়ন (২৫০ কেভিএ) এবং সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন ;
- ১২৫৬ টি আসবাবপত্র ক্রয় ;
- ৬ষ্ঠ তলার জন্য ৩০০ টি আসবাবপত্র ক্রয় ;
- ২য় তলার ৭৮ টি আসবাবপত্র ক্রয় ;
- ২৭২৯ টি তৈজসপত্র ক্রয়।

৮.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১)	অপারেশনাল কস্ট	থোক	থোক	৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):	**-**	**-**	**৫.০০**	**থোক (১০০%)**	**৫.০০**
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ					
২)	৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসনের) নির্মাণ ;	ব:মি:	৮২৫০ ব:মি:	১৬৪৮.০৩	৮২৫০ ব:মি: (১০০%)	১৬৪৮.০০
৩)	৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ;	ব:মি:	২০৬৮ ব:মি:	৪২৭.১০	২০৬৮ ব:মি: (১০০%)	৩৬৮.৪০
৪)	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ;	ব:মি:	৪৫০ ব:মি:	৩০.৭৪	৪৫০ ব:মি: (১০০%)	৩০.৭০
৫)	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	ব:মি:	৯০০ব:মি:	১৯.০০	৯০০ব:মি: (১০০%)	১৯.০০
৬)	সারফেস ড্রেন নির্মাণ ;	রা:মি:	৫০০ রা:মি:	৯.৩৩	৫০০ রা:মি: (১০০%)	৯.৩০
৭)	সাব-স্টেশনসহ বহি:বিদ্যুতায়ন (২৫০ কেভিএ) এবং সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন ;	সংখ্যা	১ টি	৮৬.৩৭	১ টি (১০০%)	৮৬.৩০
	উপ-মোট (মূলধন) =	**-**	**-**	**২২২০.৫৭**	**-**	**২১৬১.৭০**
	(গ) পণ্য :					
৮)	আসবাবপত্র ক্রয় ;	সংখ্যা	১২৫৬ টি	৭৭.৫৮	১২৫৬ টি (১০০%)	৭৭.৫০
৯)	৬ষ্ঠ তলার জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩০০ টি	২৬.৪৫	৩০০ টি (১০০%)	১৭.৬০
১০)	২য় তলার আসবাবপত্র ক্রয় ;	সংখ্যা	৭৮ টি	৬.১৭	৭৮ টি (১০০%)	৬.১৭
১১)	তৈজসপত্র ক্রয়	সংখ্যা	২৭২৯ টি	৬.৬৫	২৭২৯ টি (১০০%)	৬.৬৫
	উপ-মোট (পণ্য) =	**-**	**-**	**১১৬.৮৫**	**-**	**১০৭.৯১**
	সর্বমোট (ক+খ+গ):	-	-	৪২.৪২	১০০%	২২৭৪.৬১

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২২০২.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ১৯.০৬.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির পর মূল ভবনের ঠিকাদার নির্বাচন এবং সীমানা প্রাচীর নিয়ে জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

- পরবর্তীতে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় এবং ৬তলার উর্ধমুখী সম্প্রসারণ এর কারণে প্রকল্পটি ২৩৪২.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় ও জুলাই ,২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বিগত ১৫.০৫.২০১৭ খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- পরবর্তিতে প্রকল্পের কিছু কিছু অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি করত: প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সকল কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে অর্থাৎ জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০২/২০১৮ তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৩-২০১৪	-	-		-	-	-	
২০১৪-২০১৫	৯০২.০০	৯০২.০০	-	৯০২.০০	৯০২.০০	৯০২.০০	-
২০১৫-২০১৬	৭২৫.০০	৭২৫.০০	-	৭২৫.০০	৭২৫.০০	৭২৫.০০	-
২০১৬-২০১৭	২৫২.৭০	২৫২.৭০	-	২৫২.৭০	২৫২.৭০	২৫২.৭০	-
২০১৭-২০১৮	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	-
২০১৮-২০১৯	১৪৪.৯১	১৪৪.৯১	-	১৪৪.৯১	১৪৪.৯১	১৪৪.৯১	-
মোট =	**২২৭৪.৬১**	**২২৭৪.৬১**	-	**২২৭৪.৬১**	**২২৭৪.৬১**	**২২৭৪.৬১**	-

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন :

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তারের তারিখ	মন্তব্য
০১)	জনাব আলী আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	২৭.০৩.২০১২	১১.০২.২০১৪	পূর্ণকালীন
০২)	জনাব মো: রায়হান বাদশা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	১২.০২.২০১৪	১৮.১২.২০১৪	পূর্ণকালীন
০৩)	জনাব মো: আবুল হাশেম সর্দার, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	১৮.১২.২০১৪	৩০.১২.২০১৮ (প্রকল্প সমাপ্তকালীন পর্যন্ত)	পূর্ণকালীন

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণ (পিসিআর মোতাবেক) :

১৩.১ ৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসনের) নির্মাণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসনের) নির্মাণের (৮২৫০ ব:মি:) জন্য ১৬৪৮.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.২ ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণের (২০৬৮ ব:মি:) জন্য ৪২৭.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৬৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৩ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ :

সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ খাতের (৪৫০ ব:মি:) জন্য ৩০.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৪ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ :

অনুমোদিত সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ খাতের (৯০০ ব:মি:) জন্য ১৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৫ সারফেস ড্রেন নির্মাণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক সারফেস ড্রেন নির্মাণের (৫০০ রা:মি:) জন্য ৯.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৬ সাব-স্টেশনসহ বহি:বিদ্যুতায়ন (২৫০ কেভিএ) এবং সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন :

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ১টি সাব-স্টেশনসহ বহি:বিদ্যুতায়ন (২৫০ কেভিএ) এবং সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন খাতে ৮৬.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৭ আসবাবপত্র ক্রয় :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে (১২৫৬ টি) ৭৭.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৮ ৬ষ্ঠ তলার জন্য আসবাবপত্র ক্রয় :

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক নির্মিত ভবনের ৬ষ্ঠ তলার জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে (৩০০ টি) ২৬.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৯ ২য় তলার জন্য আসবাবপত্র ক্রয় :

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক নির্মিত ভবনের ২য় তলার জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে (৭৮ টি) ৬.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.১০ তৈজসপত্র ক্রয় :

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক তৈজসপত্র ক্রয় (২৭২৯ টি) খাতে ৬.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ আইএমইডি'র পরিচালক সোনিয়া বিনতে তাবিব কর্তৃক গত ১০.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ইইডি, সখীপুর

উপজেলা, টাংগাইল, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল :

১৪.১ সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজ টাংগাইল জেলার সখীপুর উপজেলাস্থ স্মৃতিসৌধ সরণী এলাকায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৯ সালে এমপিওভুক্ত হয়। কলেজটির মোট জমির পরিমাণ ৮.৪২ একর। প্রতিষ্ঠানটিতে কলেজ পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতক (পাস কোর্স) এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স (বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিষয়ে মাস্টার্স চালু রয়েছে। তাছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সও চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫৭১ জন ;

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় দু'টি ব্লকে ২ টি করে মোট ৪ টি ৬ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত একটি ভবনের ২য় তলায় ডাইনিং রুম ও ৩য় তলায় হল রুম রয়েছে। হল রুমে একটি টিভি ও কিছু খেলার সরঞ্জাম প্রকল্প হতে দেয়া হয়েছে। প্রতি ফ্লোরের দু'দিকে (পূর্ব ও পশ্চিমে) দুটি নামাজ রুম রয়েছে। চারটি ভবনের প্রতিটি ১৬ ফুট দৈর্ঘ্য বাই ২০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট কক্ষে ৪ জন করে ছাত্রী থাকার সংকুলান করা হয়েছে। প্রতিটি রুমের জন্য চারটি খাট, চারটি টেবিল ও চেয়ার, শেলফ, বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যান সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক ফ্লোরের দু'দিকে ৬ টি করে মোট ১২ টি বাথরুম ছাড়াও ওয়াশ ব্লক রয়েছে। বাথরুমগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে। ভবনের চর্তুদিকে নির্মিত সারফেস ড্রেন পরিস্কার অবস্থায় পাওয়া যায় ;

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিচেনে গ্যাস সংযোগ না থাকায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে না। ভবিষ্যতে গ্যাস সংযোগ করা হলে কিচেন ব্যবহার করা হবে মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবহিত করেন। এপ্রেক্ষিতে গ্যাস সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শনকালে মতব্যক্ত করা হয় ; এবং

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনটি (২৫০ কেভিএ) সচল অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে যেটি মূল বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে সংযুক্ত। ফলে আবাসিক ছাত্রী নিবাসে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে ।

১৪.৫ পরিদর্শন চিত্রঃ





চিত্র-০১ : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ছাত্রী হোস্টেল



চিত্র-০২ : নির্মিত ছাত্রী হোস্টেলের কক্ষ ও সরবরাহকৃত আসবাবপত্র



চিত্র-০৩: নির্মিত বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (২৫০ কেভিএ)



চিত্র-০৪ : নির্মিত অভ্যন্তরীণ রাস্তা



চিত্র-০৫ : নির্মিত মহিলা হোস্টেলের বাউন্ডারী ওয়াল

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		উদ্দেশ্য অর্জন
১)	নারী শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ;	প্রতিষ্ঠানটিতে উন্নত পরিবেশে ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে বিধায় পড়াশোনার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্মিত হলরুমে অবসর সময়ে পত্রিকা পড়া, টিভি দেখা ,খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ রয়েছে।
২)	ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরির মাধ্যমে মহিলা ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ ;	হোস্টেলটি নির্মাণ করায় ৫০০ জন ছাত্রীর আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে । তারা উন্নত পরিবেশে থেকে পড়াশোনা করতে পারছে। পর্যাপ্ত টয়লেট ব্লক নির্মাণ তাদের স্বাস্থ্যসেবাকে সুনিশ্চিত করছে।
৩)	দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।	শিক্ষার পরিবেশের মানোন্নয়ন হওয়ায় এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১৬.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও তা প্রেরণ করা হয় জুন, ২০২১ মাসে। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ০২ (দুই) বছর ০৬ (ছয়) মাস পর আইএমইডি'তে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে।। ফলে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে ;

১৬.২ প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রসমূহে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প/ রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ;

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক। কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোর দেয়াল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিছু কিছু অংশে নোনা ধরে রং ও সিমেন্টের আস্তরন খসে পড়ছে, যা নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন ;

১৬.৪ প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প শুরু হতে শেষ পর্যন্ত (জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) কোন অডিট কার্য সম্পাদন করা হয়নি মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে ;

১৬.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিচেন রুমে গ্যাস সংযোগ না থাকায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে কিচেন রুমটি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে ; এবং

১৬.৬ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কলেজের ৫০০ জন ছাত্রীর উন্নত আবাসিক সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে। এতে অধ্যায়নরত ছাত্রীদের আবাসন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে ও সহশিক্ষামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭.০ <u>সুপারিশ/ মতামত</u> :

১৭.১ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে ;

১৭.২ প্রকল্প সমাপ্তির (ডিসেম্বর, ২০১৮) ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৬ (ছয়) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে PCR প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১৭.৩ কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোতে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো সংস্কারে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে ;

১৭.৪ নির্মিত হোস্টেল ভবনে গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ;

১৭.৫ প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকালীন সময়ের বছরভিত্তিক (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পাশাপাশি অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অডিট সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে ;

১৭.৬ ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের (PCR) যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ; এবং

১৭.৭ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এনহ্যান্সিং দি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদরাসাজ ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ মার্চ, ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম : "এনহ্যান্সিং দি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদরাসাজ ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)"।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ (নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহ)।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০০৮৭.৩৬	১১০৯৬.১০	৯৬৮৯.৮৮	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	এপ্রিল, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৯	এপ্রিল, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৯	-	৩ বছর ৯ মাস (৪৫ মাস) (১৬৭%)

- বাংলাদেশ সরকার ও আইডিবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ <u>প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ</u>

৬.১ <u>পটভূমিঃ</u>

দেশে বিভিন্ন সময়ে সাইক্লোন ও বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/ উন্নয়ন করা হলেও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এদিকে বিভিন্ন উপবৃত্তিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল । এ প্রেক্ষাপটে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দেশের নির্বাচিত ৯৪ টি মাদ্রাসার উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৭১৪.৮৫ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৮৩৭২.৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিক ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০২.০৪.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে মোট ১১০৯৬.০৯৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭২০.০৯৬ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৮৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিক ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৯.০৯.২০১৫ খ্রি: তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৬.২ **<u>উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :</u>**

- বন্য প্রবণ এবং নীচু এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন করা ;
- শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ; এবং
- নির্বাচিত মাদ্রাসার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজী, আরবী ও আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭.০ **<u>প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ :</u>**

- পূর্ত কাজ (মাটি পরীক্ষাসহ ৪ তলা ভীতের উপর ১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ) ;

- আসবাবপত্র ক্রয় ;
- যন্ত্রপাতি ক্রয় ;
- ২ টি যানবাহন ক্রয় (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) ;
- আইসিটি, আরবী ও ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	**রাজস্ব :**					
১)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	থোক	৩০.৪২	থোক	৩০.২৫ (৯৯.৪৪%)
২)	জ্বালানী ও মেরামত	-	থোক	৪৩.০০	থোক	৩৭.৬৫ (৮৭.৫৬%)
	উপ-মোট (রাজস্ব) =		**-**	**৭৩.৪২**	**-**	**৬৭.৯০ (৯২.৪৮%)**
খ)	**মূলধন :**					
৩)	মাটি পরীক্ষা	সংখ্যা	৯৪ টি	৩৫.৫৮	৯৪ টি (১০০%)	৩৫.৫৮ (১০০%)
৪)	পুর্ত কাজ	সংখ্যা	৯৪ টি	৯৫৩৩.৩৬	৯৩ টি (১০০%)	৮৩৯২.০৭ (৮৮.০৩%)
৫)	মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৮৯ টি	৩৫৯.৫৮	২৮৯ টি (১০০%)	৩০৬.৪৭ (৮৫.২৩%)
৬)	আসবাবপত্র	থোক	-	৬১০.৪৮	-	৫৮৭.৭৪ (৯৬.২৮%)
৭)	যানবাহন	সংখ্যা	২ টি	১২৭.৩৯	২ টি	১২১.৬৫ (৯৫.৫০%)
৮)	আইসিটি প্রশিক্ষণ	থোক	-	২৯৬.০০	-	১৭২.৯৭ (৫৮.৪৪%)
৯)	সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন	সংখ্যা	১০ টি	৪৫.০০	-	-
১০)	নিরীক্ষা সেবা	থোক	-	৭.৮০	-	৫.৫৩ (৭০.৯০%)
	উপ-মোট (মূলধন) =		**-**	**১১০১৫.১৮**	**-**	
গ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	২%	১.৫০	২%	-
ঘ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	৮%	৬.০০	৮%	-
	মোট (ক+খ+গ+ঘ) =			**১১০৯৬.০৯**		**৯৬৮৯.৮৮ (৮৭.৩৩%)**

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী মোট ৯৪ টি মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ করার সংস্থান ছিল কিন্তু পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ায় দক্ষিণখান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ টি সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনের সংস্থান ছিল যা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ভবনগুলো দ্রুততম সময়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে বিধায় সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শনকালে জানান। এছাড়া সকল অংগের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি মোট ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৭১৪.৮৫ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৮৩৭২.৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিক ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০২.০৪.২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

□ পরবর্তীতে রেট শিডিউল পরিবর্তন ও নির্মাণকাজে জটিলতার কারণে প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে মোট ১১০৯৬.০৯৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭২০.০৯৬ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৮৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে

এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৯.০৯.২০১৫ খ্রি: তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

□ পরবর্তিতে নানাবিধ কারণে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্ত	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্র:সা:	(জিওবি)	মোট	টাকা	প্র:সা:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৩-২০১৪	৯৫৮.০০	৩৩.০০	৯২৫.০০	৩৩.০০	১০৪.৫৫	১৭.১৮	৮৭.৩৭
২০১৪-২০১৫	২৫০০.০০	৫০০.০০	২০০০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০৬	৪৯৭.২১	২৩৪২.৮৫
২০১৫-২০১৬	২৮৫০.০০	৩৫০.০০	২৫০০.০০	৩৫০.০০	২০৫৪.৪৩	৩৫০.০০	১৭০৪.৪৩
২০১৬-২০১৭	৩২৬৩.০০	৭৬৩.০০	২৫০০.০০	৭৬৩.০০	২৩৭৭.৭৩	৭৬২.৪৯	১৬১৫.২৪
২০১৭-২০১৮	৩১০১.০০	৪৭৬.০০	২৬২৫.০০	৪৭৬.০০	১৪৮৮.৩৯	৪৬৫.৭৬	১০২২.৬৩
২০১৮-২০১৯	১১১৭.০০	৩৯০.৫০	৭২৬.৫০	৩৯০.৫০	৮২৪.৭২	২৪৪.৬৪	৫৮০.০৮
মোট=	**১৩৭৮৯.০০**	**২৫১২.৫০**	**১১২৭৬.৫০**	**২৫১২.৫০**	**৯৬৮৯.৮৮**	**২৩৩৭.২৮**	**৭৩৫২.৬০**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন :

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তরের তারিখ
০১)	জনাব সাদেকুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী	১৮.০৬.২০১৩	৩১.১২.২০১৭
০২)	জনাব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	১৮.০৩.২০১৮	৩১.০৩.২০১৯

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণ (পিসিআর মোতাবেক) :

১৩.১ পূর্ত নির্মাণ কাজ :

অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক মোট ৯৪ টি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ খাতে মোট ৯৫৩৩.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৩ টি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণে ৮৩৯২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.০৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৪২ %।

১৩.২ আসবাবপত্র সরবরাহ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে থোক বরাদ্দ হিসেবে মোট ৬১০.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৮৭.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.২৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%।

১৩.৩ মেশিনারী ও আইসিটি যন্ত্রপাতি সরবরাহ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি খাতে (২৮৯ টি) ৩৫৯.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩০৬.৪৭ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.২৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৪ যানবাহন :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন ক্রয় খাতে (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) ১২৭.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১২১.৬৫ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৫০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩.৫ আইসিটি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক প্রশিক্ষণ খাতে ১৭২.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৬০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.০ <u>অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

(ক) অভ্যন্তরীণ অডিট :

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ প্রকল্পের উপর কোন অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, অডিট কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয় কিন্তু প্রকল্প ভিত্তিক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয় না। বিভিন্ন প্রকল্প একত্রিতভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(খ) এক্সটার্নাল অডিট :

প্রকল্পের PCR পর্যালোচনায় দেখা যায়, FAPAD কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ :

অর্থবছর	বিষয়	মন্তব্য
২০১৫-২০১৬	ভ্যাট, ট্যাক্স, বীমার অর্থ সঠিকভাবে জমা প্রদান না করায় ০৭ টি ভিন্ন ভিন্ন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় ।	উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	১) সম্পাদিত কাজের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, ট্যাক্স ও লাভের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা, ঠিকাদার কতৃক চুক্তি ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে ০৫টি ভিন্ন ভিন্ন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়।	উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৭-২০১৯	প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের কোন অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।	-

১৫.০ পূর্ববর্তী পরিদর্শনের তথ্য :

১৫.১ আইএমইডি'র পূর্ববর্তী পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি :

আইএমইডি'র পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকৃত এলাকা
জনাব মুহাম্মদ মাহবুব হোসেন, মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০৫.১২.২০১৭	ডামুড্যা, শরীয়তপুর।

(ক) পরিদর্শনের সুপারিশসমূহ :

১) প্রকল্পের কোন অংগের ব্যয় ও পরিমাণ প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত করা যাবে না ;

২) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত না হওয়ার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কোন গাফিলতি রয়েছে কি-না তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ;

৩) প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ (২৭ মাস)। পরবর্তীতে এটি সংশোধন করার সময় এর মেয়াদ ১২ মাস বৃদ্ধি করে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ (৩৯ মাস) করা হয়। তদুপরি প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি হিসেবে ১৮ (আঠার) মাস অর্থাৎ এপ্রিল, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ (৫৭ মাস) বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বর্ধিত সময়েও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করে আবার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রস্তাবিত মেয়াদ ব্যতিত প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে আর কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না ;

৪) প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্তি নিশ্চিত করার নিমিত্ত সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

৫) বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের সমুদয় কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করতে হবে ;

৬) বারবার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করার জন্য মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রশাসনিক অনুমোদন, সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান এবং যথাসময়ে প্রয়োজন মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান সতর্ক থাকবে ;

৭) প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে ; এবং

৮) বৈদেশিক সাহায্য/ ঋণপুষ্ট প্রকল্পগুলোতে ডিজবার্সমেন্ট বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রায় সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। প্রকল্পের নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নের স্বার্থে বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ ডিজবার্সমেন্ট যথাসময়ে হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) সুপারিশ বাস্তবায়নের অবস্থা :

আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
১) প্রকল্পের কোন অংগের ব্যয় ও পরিমাণ প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত করা যাবে না ;	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যেই প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ব্যয় ও পরিমাণ সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
২) প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ (২৭ মাস)। পরবর্তীতে এটি সংশোধন করার সময় এর মেয়াদ ১২ মাস বৃদ্ধি করে এপ্রিল,	প্রস্তাবিত মেয়াদ ব্যতিত প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে পুনরায় বৃদ্ধি করে মার্চ ,১৯ পর্যন্ত করা হয়েছে।

২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ (৩৯ মাস) করা হয়। তদুপরি প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি হিসেবে ১৮ (আঠার) মাস অর্থাৎ এপ্রিল, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ (৫৭ মাস) বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বর্ধিত সময়েও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করে আবার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রস্তাবিত মেয়াদ ব্যতিত প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে আর কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না ;	
আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ	**মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ**
৩) প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্তি নিশ্চিত করার নিমিত্ত সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;	প্রকল্পের সমুদয় কাজ যথাসময় সম্পাদনের নিমিত্ত সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি ।
৪) বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের সমুদয় কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করতে হবে ;	প্রকল্পটি নির্ধারিত বাস্তবায়ন মেয়াদের মধ্যে সমাপ্তির জন্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্পের পক্ষ থেকে নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ অব্যাহত ছিল মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।
৫) প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে ; এবং	যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি ।
৬) বৈদেশিক সাহায্য/ ঋণপুষ্ট প্রকল্পগুলোতে ডিজবার্সমেন্ট বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রায় সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। প্রকল্পের নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নের স্বার্থে বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ ডিজবার্সমেন্ট যথাসময়ে হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) এ প্রেক্ষিতে বর্তমান পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত/ পর্যবেক্ষণ :

এ বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহের মধ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আইএমইডি'তে প্রেরণ এবং যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়া, অন্যান্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

১৫.২ প্রকল্পের এক্সিট প্লান :

ডিপিপিতে বর্ণিত এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নির্মিত ভবন ও ফার্নিচারসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে । হস্তান্তর করার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্পে প্রাপ্ত ভবন ও ফার্নিচারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে । বর্তমানে এক্সিট প্লান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্পে প্রাপ্ত ভবন ও ফার্নিচারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ছোটখাট মেরামত কাজ করছে।

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়নের নিমিত্ত আইএমইডি'র পরিচালক সোনিয়া বিনতে তাবিব কর্তৃক ২৪.১২.২০২১ তারিখে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ অংশ, ২১.০৩.২০২২ তারিখে রাজশাহী জেলার পবা ও চারঘাট অংশ, ২২.০৩.২০২২ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর, ভোলাহাট ও নাচোল অংশ, ২৩.০৩.২০২২ তারিখে নওগাঁ জেলার পোরশা ও সাপাহার অংশ এবং ৩০.০৩.২০২২ তারিখে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এবং ১৪.০৫.২০২২ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও মধুপুর অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এবং উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল :

১৬.১ বশিরাবাদ দাওয়াতুল ইসলাম আলিম মাদরাসা ,পবা, রাজশাহী :

মাদ্রাসাটি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১৫ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৬২ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৩ জন । এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ম থেকে আলিম পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১টি ডেস্কটপ,০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ফ্যান, লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের ফলে তৎকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হলেও বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সংকুলানের অভাব হচ্ছে বিধায় জরুরী ভিত্তিতে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১৬.২ পাতাড়ী ফাজিল মাদ্রাসা, সাপাহার , নওগাঁ :

মাদ্রাসাটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১৫ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫২৬ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৮ জন । এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ম থেকে ফাজিল পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে ৪ (চার) তলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১টি ডেস্কটপ,০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ফ্যান,লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান।নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ০৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৩ ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা, পোরশা, নওগাঁ :

মাদ্রাসাটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১৫ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৫ জন । এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১টি ডেস্কটপ, ০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাবমার্সিবল পাম্প, ফ্যান, লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ০৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৪ অজগরা বাইতুল হিকমাহ মহিলা দাখিল মাদরাসা ,গোমস্তাপুর , চাঁপাইনবাবগঞ্জ :

মাদ্রাসাটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১৫ একর। মোট ছাত্রী সংখ্যা ২৫০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। এটি একটি নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ম থেকে দাখিল পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০১ কোটি ০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১টি ডেস্কটপ, ০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাবমার্সিবল পাম্প, ৩টি ১৫০০ লিটারের পানির ট্যাঙ্ক ,ফ্যান, লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ০৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত কক্ষগুলো অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেল। বাথরুমের ফ্লাশ ও কল নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১৬.৫ চরচতিলা আলিম মাদ্রাসা ,গোপালপুর , টাঙ্গাইল :

মাদ্রাসাটি ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৭৫ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৪ জন। এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে ৪ (চার) তলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১ টি ডেস্কটপ, ০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্ট, সাবমার্সিবল পাম্প, ফ্যান, লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ০৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত র‍্যাম্প এ ফাটল দেখা যায়।

১৬.৬ পিরোজপুর ইয়াকুবিয়া ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা ,মধুপুর , টাঙ্গাইল :

মাদ্রাসাটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ০১ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৭৮ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৩ জন। এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। নির্মিত ভবনটিতে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম চলে। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১ টি ডেস্কটপ, ০১ টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ,সাবমার্সিবল পাম্প, ফ্যান, লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ৩ জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৭ চান্দাবহ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ,কালিয়াকৈর , গাজীপুর :

মাদ্রাসাটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির মোট জমির পরিমাণ ১.১৬ একর। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০০ জন এবং মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৩ জন। এটি একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা (তিন রুম বিশিষ্ট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের একপাশে তিনটি টয়লেটসহ ওয়াশব্লক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি টয়লেট ও র‍্যাম্প প্রকল্প হতে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া ৭২ জোড়া বেঞ্চ ও ৩ সেট চেয়ার-টেবিল, ০১টি ডেস্কটপ, ০১টি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাবমার্সিবল পাম্প, ফ্যান,লাইট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয় মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান। নির্মিত ভবনের কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে। এ প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ২১ দিনের শিক্ষা

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং আরবী, আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের ০৩জন শিক্ষককে ব্যানবেইস এ ২৭ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৭.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) বন্যা প্রবণ এবং নীচু এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন করা ;	১) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মাদ্রাসাসমূহের প্রায় সবগুলোই দূরবর্তী,প্রত্যন্ত,বন্যা প্রবন,নীচু এলাকায় বা চরাঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এসব অনগ্রসর এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে ।
২) শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ; এবং	২) প্রকল্প হতে মাদ্রাসা শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য পয়:প্রণালী ও খাবার পানি সরবরাহসহ মোট ২৭০টি শ্রেণীকক্ষসহ ৯৩টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে । এছাড়া আসবাবপত্র ও অন্যান্য আইসিটি সামগ্রী সরবরাহের ফলে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ।
৩) নির্বাচিত মাদ্রাসার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজী, আরবী ও আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	৩) নির্বাচিত মাদ্রাসার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি মাদ্রাসার তিনজন শিক্ষককে ব্যানবেইসে ২৭ দিনব্যাপী ইংরেজী, আরবী ও আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

১৮.০ পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা :



চিত্র-০১ : বশিরাবাদ দাওয়াতুল ইসলাম আলিম মাদরাসা ,পবা, রাজশাহী পরিদর্শন ।



চিত্র-০২ : প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র



চিত্র-০৩ : পাতাড়ী ফাজিল মাদ্রাসা ,সাপাহার,নওগাঁ পরিদর্শন ।



চিত্র-০৪ : অজগরা বি.এইচ.মহিলা দাখিল মাদ্রাসা গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পরিদর্শন



চিত্র-০৫ : চরচতিলা আলিম মাদ্রাসা , গোপালপুর, টাঙ্গাইল ।



চিত্র-০৬ : পিরোজপুর ইয়াকুবিয়া ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা ,মধুপুর , টাঙ্গাইল পরিদর্শন ।

১৯.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৯.১ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় মার্চ, ২০১৯ মাসে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও তা প্রেরণ করা হয় জুন, ২০২১ মাসে। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ০২ (দুই) বছর ০৩ (ছয়) মাস পর আইএমইডি'তে PCR প্রেরণ করা হয়েছে।। ফলে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে ;

১৯.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে Time Over Run হয়েছে ৪ বছর (১০০%)। মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৪ (চার) বার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ভবিষ্যতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে ;

১৯.৩ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ফলক ও সরবরাকৃত আসবাবপত্রসমূহে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/ উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামাল পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ;

১৯.৪ প্রকল্পের সংগৃহীত ১ টি জিপ ও ১ টি পিকআপ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহনটি সরকারী পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়েছি কি-না এ সংক্রান্ত তথ্য PCR-এ উল্লেখ করা হয়নি। গাড়িটি বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান ;

১৯.৫ পরিদর্শনকৃত কোন মাদ্রাসাতেই মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই। একারণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসার গেটে প্রবেশের পর শ্রেণীকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে ;

১৯.৬ প্রকল্পের PCR পর্যালোচনায় দেখা যায়, FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) কোন অডিট সম্পাদন করা হয়নি। এটি সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ;

১৯.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক। তবে ভবন নির্মাণের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় এবং কোভিড পরিস্থিতির কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় রুমগুলোর দেয়াল ও মেঝে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দেয়ালের কিছু কিছু অংশে নোনা ধরে রং ও সিমেন্টের আস্তরন খসে পড়ছে, যা নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন । কিছু কিছু স্যানিটারী সামগ্রী যেমন ফ্লাশ, পানির কল অকেজো অবস্থায় পাওয়া গেল। রাজস্ব বাজেট হতে এগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে ; এবং

১৯.৮ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল এপ্রিল, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তিতে ৪ (চার) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে দুই বছরের জন্য গৃহীত প্রকল্প সমাপ্ত হতে ছয় বছর সময় লেগেছে। এতে যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প এলাকার শিক্ষার্থীগণ ৪ (চার) বছর প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার আরও অনেক শিক্ষার্থী অধিকতর সুবিধা পেত।

২০.০ <u>সুপারিশ/ মতামত</u> :

২০.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে Time Over Run হয়েছে ১০০%। ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/ সংস্থার আন্তরিকতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

২০.২ প্রকল্প সমাপ্তির (মার্চ, ২০১৯) ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৩ (তিন) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে PCR প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

২০.৩ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পে সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে ;

২০.৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যানবাহন দু'টি পরিবহন পুলে জমা প্রদানপূর্বক তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো ;

২০.৫ FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

২০.৬ প্রকল্পের ক্রয়কৃত আসবাবপত্র রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্মিত ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করতে হবে ;

২০.৭ মাদ্রাসার মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন ,অন্যথায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা র‍্যাম্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না ; এবং

২০.৮ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সার্ভে করে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, হাওড় এলাকা, চরাঞ্চল, বণ্যাপ্রবন এলাকা, প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মাদ্রাসাগুলোকে প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের একটি ইতিবাচক দিক। ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এবিষয়টি বিবেচনা করলে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি হবে ।

উল্লিখিত মতামত/ সুপারিশের আলোকে গৃহীত তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।